2100

~~5605~~

2100
5605

নাটক নয়

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR

কিরণ মৈত্র

●পরিবেশক●
॥ সিটি বুক এজেন্সী ॥
৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

●প্রকাশক ঃ পি, দে,
৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

●প্রচ্ছদপট ঃ অরুণ বণিক

~~7059~~
6259

●মুদ্রাকর ঃ সরোজ কুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২সি, শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

●এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

●দ্বিতীয় মুদ্রণ

[কলিকাতা ও মফঃস্বলের প্রধান প্রধান
পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য]

5605

আমার কথা

বর্তমান বাংলার নাট্যজগতে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটছে। অর্থাৎ—পেশাদার মঞ্চে অভিনীত হয়নি এমন অনেক নাটক পেশাদার নাটকের চাইতে অনেক বেশি অভিনীত হচ্ছে। ছাপানো সম্ভব হলে তা' রীতিমত বিক্রী হচ্ছে। অনেক সময় এক সংস্করণ ছাড়িয়ে কয়েক সংস্করণেও পা দিচ্ছে।

এই নাটকের দ্বিতীয় মুদ্রণ পরিমার্জিত রূপ নিয়ে বেরোবার মুখে এই কথাটা বারবার মনে হয়ে আনন্দ বোধ হচ্ছে।

যদিও আজ চারিদিকে যা বা যাদের দেখা যাচ্ছে, তা বা তারাই এই নাটকেরমসলা যুগিয়েছে।

তবুও বলে রাখা ভালো, কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে আঘাত দেবার কোন উদ্দেশ্য আমার নেই।

ইচ্ছে করলে, সময়, অর্থ আর শিল্পী সঙ্কুলানের জন্যে এই নাটকের কোন কোন দৃশ্য বা চরিত্র বর্জন করা যেতে পারে। সেটের বদলে পর্দা ব্যবহার করা তো চলবেই।

এই নাটক রচনায় ইলা মৈত্রের সহযোগিতা, আর তার জনপ্রিয়তা রচনার মূলে অভ্যুদয় গোষ্ঠীর ঐকান্তিকতা চিরকাল মনে রাখার মতো।

সব শেষে আমার দাবী—

যে সব সৌখীন সম্প্রদায় এই নাটক অভিনয় করবেন তাঁরা যেন আমাকে তা জানাবার প্রয়োজন বোধ করেন।

৯৮, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
কলিকাতা-৩৫

ইতি—
কিরণ মৈত্র

ঃ এই নাটকে যে ক'টি চরিত্র আছে ঃ

বাড়ীওয়ালা।
নাট্যকার।
ভাড়াপ্রার্থী।
রঙ্গদেশীয় ব্যক্তি।
ভঙ্গদেশীয়।
ডাইরেক্টার।
রিপোর্টার।
বেকার যুবক।
জনৈক পারমিট প্রার্থী।
সম্পাদক।
ঔপন্যাসিক।
কবি।
ক্যামেরাম্যান-কাম-বেয়ারা।
শিল্পী।
সিনেমা প্রযোজক।
রাজনীতিক।
শ্বেতবাদী।
লালবাদী (উগ্রপন্থী)।
লালবাদী (নরমপন্থী)।
ব্যবসায়ী।
সহঃ ব্যবসায়ী (১ম)।
সহঃ ব্যবসায়ী (২য়)।
ইনস্পেক্টার

—ঃ*ঃ—

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR
5605

বিশ্বরূপায় গিরিশ নাট্যোৎসবে (৬০) অভিনীত

অভ্যুদয়ের সহযোগিতায় ভাব ও ভাষার শিল্পীগণ।

নাট্যকার ঃ শঙ্কর নন্দী	বাড়ীওয়ালা ঃ হিরণ মৈত্র
ডাইরেক্টার ঃ নির্মল বিশ্বাস	সম্পাদক ঃ সলিল চ্যাটার্জি
ব্যবসায়ী ঃ নরেন করণজাই	অজয় ঃ প্রশান্ত বোস
রিপোর্টার ঃ মলয় চৌধুরী	রঙ্গদেশীয় ঃ অলক দে
ভঙ্গদেশীয় ঃ পরিমল দত্ত	ভাড়াপ্রার্থী ঃ অজয় দে
কবি ঃ কিরণ মৈত্র	শিল্পী ঃ দুলাল ঘোষ
ঔপন্যাসিক ঃ অমর চট্টোঃ	লঙ্কেশ্বর ঃ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
নিবারণ ঃ গোবিন্দ রায়	সদাশিব ঃ বিশ্বনাথ পাল
অমর ঃ মনোরঞ্জন আওন	ইনস্‌পেক্‌টার ঃ হরিপ্রসাদ সিন্‌হা
রাজনীতিক——	লালবাদী (উগ্র)——
শ্বেতবাদী——	লালবাদী (নরম)——

ব্যবস্থাপনা ঃ রাম নিয়োগী ও অরুণ মৈত্র

—ঃ(*)ঃ—

অন্যান্য অভিনয়ে অভ্যুদয়ের শিল্পীবৃন্দ

তারক ঘোষ, তমাল লাহিড়ী, প্রভাত গৌতম, বিমল রায়, হিরণ মৈত্র, গোবিন্দ মৈত্র, শ্যামল লাহিড়ী, পঞ্চানন বিশ্বাস, জয়দেব রক্ষিত, রমণী ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন সোম, রতন ঘোষ, মনোজ ঘোষ, বরুণ মৈত্র, কুসুম বাগচি, পবিত্র চক্রবর্তী নারায়ণ লাহিড়ী ও কিরণ মৈত্র।

রূপসজ্জা ঃ নীহার পোদ্দার (শ্রীরূপম)

পরিচালনা ঃ **কিরণ মৈত্র**

বর্তমানে নাট্যকারের অন্যান্য নাটক

চোরা-বালি

(তিনাঙ্ক পূর্ণাঙ্গ নাটক)

বারো ঘণ্টা

(পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ)

সংকেত

(নব আঙ্গিকে রচিত পূর্ণাঙ্গ নাটক)

এক অঙ্কে শেষ

(চারটি একাঙ্ক 'গুচ্ছ—বুদ্‌বুদ্‌, ভাগ্যে লেখা, কোথায় গেল ও অন্ধ-কারায়)

যা হচ্ছে তাই

(যা হচ্ছে তাই ও যা হলো তাই— দুটি একাঙ্ক নাটক)

ঃ প্রকাশের অপেক্ষায় ঃ

দুঃখে যাদের জীবন গড়া

(পূর্ণাঙ্গ নাটক)

বিশ-পঞ্চাশ

(ব্যঙ্গ নাটক)

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR
2100 8/61

নাটক নয়

প্রথম দৃশ্য

[পট উঠ্‌লে দেখা যাবে জনৈক ভদ্রলোক কাগজ পড়ছেন মুখ ঢেকে। দর্শকের দিকে তার একটা তোলা পা অনবরত নড়ছে। ঘরের এককোণে ছোট চৌকি। দুটো ভাঙ্গা চেয়ার। কিছু ছবি দেওয়ালে। দর্শকদের মধ্যে গোলমাল শোনা যাবে। তাতে বোঝা যাবে কেউ যেন দশ নম্বর বাড়ী খুঁজছেন। আর দর্শকরা 'দেখছেন না থিয়েটার হচ্ছে' 'গোলমাল করবেন না' ইত্যাদি বলছেন। ষ্টেজের ওপরের ভদ্রলোক গোলমাল শুনে বিরক্ত হয়ে কাগজটা মুখ থেকে নামালেন। বয়স ৫০।৫৫-র কাছাকাছি। খোঁচা, খোঁচা দাড়ি, বিরাট একটি গোঁফ। ভাঙ্গা চশমাটা নাকের ডগায় নামানো। এক হাতে হুঁকো। কাপড়টা হাঁটু পর্যন্ত তোলা। ইনি এইবার উঠে এলেন।]

বাড়ীওয়ালা : আঃ কি হয়েছে মশাই? অত চেঁচাচ্ছেন কেন? কি চাই আপনার? দশ নম্বর বাড়ী? হ্যাঁ, এইটাই দশ নম্বর বাড়ী। আর আমিই এর একমাত্র মালিক শ্রীভোম্বল দাস ভড়। আসুন, উঠে আসুন।

(একজন রোগা, আদ্দির জামা পরা, ফিনফিনে বাবু ষ্টেজে উঠে এলেন। বয়স ২৯।৩০, বোকা বোকা, পড়ি পড়ি ভাব। পরিচয়ে বোঝা যাবে ইনি একজন নাট্যকার।)

বাড়ীওয়ালা : সকালবেলায় কাগজের একটু মুখ দেখব তার উপায় নেই। একে তো আট পাতার কাগজ—তার ছ-পাতা বিজ্ঞাপনেই ভরা। আসল খবর খুঁজে বার করতেই জান যাচ্ছে। তার ওপর হয়েছে এদের জ্বালা ; যত্তো সব! কি চাই! ঘর ভাড়া! ঘর ভাড়া নেই।

নাট্যকার : আমি, আমি মানে তো ঘর ভাড়া চাই না।

বাড়ীওয়ালা : ঘর ভাড়া চান না ? তাহলে আমার কাছে কেন ?

নাট্যকার : আমি ভঙ্গদেশ দেখতে এসেছি।

বাড়ীওয়ালা : ভঙ্গদেশ দেখতে এসেছেন তো বাঘদা ষ্টেশনে যান। সেখানে রঙ্গদেশ থেকে লাখে লাখে লোক আসছে আর খাবি খাচ্ছে। আপনিও খাবি খেতে চান তো—

নাট্যকার : আমি স্বর্ণ ভঙ্গদেশ দেখতে এসেছি।

বাড়ীওয়ালা : ভঙ্গদেশের গা থেকে স্বর্ণ খসে পড়ে এখন রাংতা উঠ্ছে। কোত্থেকে আসছেন।

নাট্যকার : স্বর্গ থেকে।

বাড়ীওয়ালা : নেশা করেন বুঝি ?

নাট্যকার : আজ্ঞে হাঁ।

বাড়ীওয়ালা : কিসের ? গাঁজা, আফিং, চরষ! তা ভালোই।

এতে কর্তাদের উপকারই হয়। লোক ঘুমিয়েও থাকে। আর তাদের তহবিলে দুটো পয়সাও আসে। আফিং ধরেছি। গাঁজাও ধরবো। বলা যায় না, সর্ব নেশায় সিদ্ধিলাভ করলে 'সর্ব নেশা বিভূষণ' কিংবা 'নেশারত্ন' খেতাব মিলে যেতে পারে।

নাট্যকার : গাঁজার নয়, নাটক লেখার!

বাড়ীওয়ালা : সর্বনাশ! আপনি লেখেন নাকি? সরে পড়ুন, সরে পড়ুন মশাই, আমাকে আর বিপদে ফেলবেন না।

নাট্যকার : বিপদ আবার কিসের?

বাড়ীওয়ালা : আরে মশাই, আপনি কোনকালেই ভাড়া দিতে পারবেন না।

নাট্যকার : বললাম যে বাড়ী ভাড়া আমি চাই না।

বাড়ীওয়ালা : ও···তাও বটে···তা কি নাটক লেখা হচ্ছে।

নাট্যকার : এখনও লিখি নি, লিখবো ভঙ্গদেশ দেখে।

বাড়ীওয়ালা : তা নাটকের নাম!

নাট্যকার : আজ্ঞে 'নাটক নয়'।

বাড়ীওয়ালা : তবে যে বললেন নাটক লিখছেন!

নাট্যকার : আজ্ঞে নাটকের নামই 'নাটক নয়'।

বাড়ীওয়ালা : তা মশাই আপনার নাটকে বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে কিছু থাকবে তো?

নাট্যকার : আজ্ঞে তা বলতে পারি না। থাকতেও পারে।

বাড়ীওয়ালা : (খেঁকিয়ে) থাকতেও পারে মানে? আলবত্

থাকবে। আমাদের বাড়ীতেই আপনারা থাকবেন আর আমাদের সম্বন্ধে কিছু থাকবে না!

নাট্যকার : (ভয়ে) আচ্ছা তাহলে—

বাড়ীওয়ালা : হাঁ লিখবেন! আমাদের কথা লিখবেন। আরে মশাই, এই ভাড়াটেগুলোর জ্বালায় টেঁকবার উপায় নেই। যত টাকা ভাড়া চান দেবো বলে ভাড়া নেবে, তারপর দুটো মাস যেতে না যেতেই রেণ্ট কণ্ট্রোলার দেখাবে। যদি বলি না পোষায় উঠে যান, বাস, যাও দিচ্ছিল তাও বন্ধ করে দিয়ে কোর্ট দেখিয়ে দেবে।

নাট্যকার : (ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকায়) আজ্ঞে, এটাই তো দশ নম্বর বাড়ী। না অন্য কোন…

বাড়ীওয়ালা : আজ্ঞে না। এটাই দশ নম্বর বাড়ী। আগে আট ছিল, এখন দশ হয়েছে, পরে বারোও হয়ে যেতে পারে। কর্পোরেশনের ব্যাপার। বাড়ীর নম্বর থেকে হিসেব পর্যন্ত কিছুরই ঠিক নেই।

নাট্যকার : (স্বস্তির সঙ্গে) ঠিকই হয়েছে। এই বাড়ীর কথাই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন।

বাড়ীওয়ালা : তিনি আবার কে?

নাট্যকার : তিনি, মানে। যিনি স্বর্গ থেকে পৃথিবীকে দেখেন। স্বর্গেতে একটা প্লে হবে কিনা—ভঙ্গদেশকে কেন্দ্র করে আমি সেই নাটক লিখবো! আচ্ছা আপনার পাশের ঘরে কে থাকেন?

বাড়ীওয়ালা : (গর্বের সঙ্গে) অপচয় নিবারণী দপ্তরের ডাইরেক্টার মিঃ ডুনডুভি ভাট্, একশ টাকা ভাড়া দেন।

নাট্যকার : তার পাশের ঘরে।

বাড়ীওয়ালা : বিশ্বসঙ্কট পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দাড়িম্বর ধাড়া। একশ পঁচিশ টাকা ভাড়া দেন।

নাট্যকার : তার পাশের ঘরে।

বাড়ীওয়ালা : প্রসিদ্ধ রাজনীতিক থরহরি দাস দেড়শ টাকা ভাড়া দেন।

নাট্যকার : তার পাশের ঘরে ?

বাড়ীওয়ালা : প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীধনুঃষ্টঙ্কার ধার্মিক। দুশো টাকা ভাড়া দেন।

নাট্যকার : তাহলে তাঁরা ঠিকই বলেছেন, আপনার এখানে এলে গোটা ভঙ্গদেশকে দেখতে পাবো। বসতে পারি ?

বাড়ীওয়ালা : বসতে পারেন। তবে ঘণ্টায় এক টাকা করে সিটরেণ্ট দিতে হবে। রাজী ?

নাট্যকার : আজ্ঞে হাঁ।

বাড়ীওয়ালা : বসুন। উঁহুঃ, চেয়ারে নয়, চেয়ারে বসলে এক টাকা চার আনা। মোড়ায় বসুন।

[নাট্যকার মোড়ায় বসল। জনৈক ভদ্রলোক ঢুকলেন। দেখলে ছা' পোষা মানুষ বলে বোধ হয়। বগলে একটা ছাতি। বাড়ীওয়ালা তাকে দেখে তাড়াতাড়ি কাগজে মন দিলেন।]

ভাড়াপ্রার্থী : শুনছেন স্যার ?

বাড়ীওয়ালা : বললেই যে শুনতে হবে তার কোনো মানে নেই ! বলে যান, শোনবার দরকার হলেই শুনবো।

ভাড়াপ্রার্থী : কিন্তু আমার কথা না শুনলে বলবার মানে কি ?

বাড়ীওয়ালা : বলেছি তো ! বললেই যে শুনতে হবে তার কোনো মানে নেই। তাহলে দেশের ন্যাতারা এত কথা বলতেন না।

ভাড়াপ্রার্থী : কিন্তু আমার কথাটা শুনতেই হবে। এ আমার জীবনমরণ প্রশ্নের কথা।

বাড়ীওয়ালা : মহাশয়ের চাই কি ?

ভাড়াপ্রার্থী : আজ্ঞে বাড়ী ভাড়া।

বাড়ীওয়ালা : (হুঙ্কার ছেড়ে) কি বললেন ? বাড়ী ভাড়া। আজব সহরে বাড়ী ভাড়া ? বলি কবে টিকিট কেটে বাঘদা ষ্টেশনে নেমেছেন ?

ভাড়াপ্রার্থী : আজ্ঞে তা প্রায় অনেক বছর হলো। তবে স্যার টিকিট কেটে আসি নি। এদেশের রেলে চড়তে টিকিট কাটতে হয় না।

বাড়ীওয়ালা : কোথায় থাকা হয় ?

ভাড়াপ্রার্থী : রিফিউজি ক্যাম্পে।

নাট্যকার : (লাফিয়ে উঠে) রিফিউজি ! রিফিউজি মানে ?

বাড়ীওয়ালা : (ভেংচে) রিফিউজি মানে ? রিফিউজি মানে যাদের এককালে মানুষ মনে করা হতো এখন হয় না. বুঝেছেন ? বসুন।

নাট্যকার : (হতাশ ভাবে বসে পড়ে) ওঃ।

বাড়ীওয়ালা : আপনি রিফিউজি ? তা কোন্ শ্রেণীর ? এক শ্রেণীর যারা পার্টিশানের আগে এসেছেন, আর এক শ্রেণীর যারা পরে এসেছেন।

ভাড়াপ্রার্থী : (দেঁতো হাসি হাসতে হাসতে) আজ্ঞে, সত্যি কথা বলতে কি আমি হলাম প্রথম শ্রেণীর। তাহলে কি হয় বলুন ? সার্টিফিকেট আছে। তার জোরে টাকাও পেয়েছি আর ক্যাম্পে থাকবার জায়গাও পেয়েছি। তবে স্যার সার্টিফিকেট বার করতে রীতিমত···খরচ হোয়েছে। হে-হে-হে-হে···

বাড়ীওয়ালা : কিন্তু আমার এখন ঘর খালি নেই। দেখছেন না লেখা আছে, ঘর খালি নাই !

ভাড়াপ্রার্থী : এই জন্যেই তো স্যার আরও ভরসায় এসেছি। যে অফিসে 'নো ভেকেন্সি' টাঙ্গানো থাকে সেইখানে চাকরী খালি থাকে বেশি, খালি একটু জোর তদ্বির আর কিছু দক্ষিণা—

বাড়ীওয়ালা : দেখুন, আজব সহরে বাঘের মাথা কিনতে চাইলে পাবেন কিন্তু বাড়ী ভাড়া পাবেন না।

ভাড়াপ্রার্থী : ভেবে দেখুন চাইছি আমি কাঁচকলা আর আপনি পাকা কলা দিলে কি হবে বলুন ?

বাড়ীওয়ালা : না হয় বেরিয়ে যান।

ভাড়াপ্রার্থী : (অসহায় সুরে) তাহলে বাড়ী ভাড়া পাবো না, যেমন তেমন একখানা ঘর।

বাড়ীওয়ালা : (রেগে) আজ্ঞে না। আজ বলছেন যেমন তেমন

একখানা ঘর। কাল বাড়ী ভাড়া নিয়ে বলবেন এখানটা, ওখানটা একটু সারান, পরশু বলবেন বড্ড বেশি ভাড়া, একটু ভাড়া কমান, তরশু দিন বলবেন…

ভাড়াপ্রার্থী : (মরিয়া ভাবে) তরশুদিন আমি কিছু বলবো না স্যার।

বাড়ীওয়ালা : আলবাৎ বলবেন। আমার দেড়শো ভাড়াটে আছে, আমি জানি না কে কি বলে। আর আমায় শেখাতে হবে না, যান।

ভাড়াপ্রার্থী : তাহলে ভাড়া পাব না!

বাড়ীওয়ালা : আজ্ঞে না।

ভাড়াপ্রার্থী : পেলে বড় ভালো হতো। ক্যাম্পের একখানা ঘরে আর কুলোচ্ছে না। বছর বছর বেড়েই যাচ্ছে কিনা? হে-হে-হে-হে….তাহলে পাবো না! এঁ্যা…আচ্ছা যাই—

(প্রস্থানোদ্যত)

বাড়ীওয়ালা : হুম্, বলি কতজন থাকা হবে!

ভাড়াপ্রার্থী : আজ্ঞে বেশি না। খুব সামান্য। মাত্র একুশ জন। মা, দুটো বউ, তিনটে বিধবা বোন, চারটে শালী, পাঁচটা মেয়ে, ছটা…

বাড়ীওয়ালা : (স্তম্ভিত স্বরে) এঁ্যাঃ একুশ জন! বলি, একখানা ঘরে এতজন থাকবেন কি করে মশাই?

ভাড়াপ্রার্থী : সে আপনি ভাববেন না। আমি ম্যানেজ করে নেব। খাটিয়ার ওপর খাটিয়া, তার ওপর খাটিয়া চাপিয়ে

দোতলা কি তিনতলা করে নেব, আর যদি দরকার হয়, মাঝখানে একটা কাপড় টাঙিয়ে নেব।

বাড়ীওয়ালা ঃ হুম্। একুশ জন! এক একজনের ভাড়া তিন টাকা করে, তাহলে তিন একুশে তেষট্টি। পাঁচ টাকা লাইট পিছু, চার টাকা পায়খানার জন্যে, তিন টাকা জলের জন্যে—

ভাড়াপ্রার্থী ঃ (চোখ কপালে তুলে) এ্যাঁ—

বাড়ীওয়ালা ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর ছাদ দিয়ে জল গড়াতে পারে, কোনোদিন মাথায় ভেঙে পড়তে পারে। সে কথা কিন্তু আগেই বলে রাখছি। পরে যে দোষ দেবেন সেটা চলবে না।

ভাড়াপ্রার্থী ঃ ভেবে দেখুন মাইনে পাই ৭১৲ টাকা। তার থেকে যদি—

বাড়ীওয়ালা ঃ পারবেন না। ব্যস, তাহলে চলে যান। আহা, ওদিকে নয়, ওটা ভেতরে যাবার রাস্তা। হ্যাঁ, এই ধার দিয়ে—

(ভাড়াপ্রার্থী চলে যেতে নাট্যকার বলে উঠলো)

নাট্যকার ঃ একখানা ঘর! এত টাকা ভাড়া!

বাড়ীওয়ালা ঃ তবু তো একশ টাকা সেলামী আর তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিতে হবে সে কথা বলিনি। হে, হে—হে—হে।

নাট্যকার ঃ এত টাকা ভাড়া! তাও আবার তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিতে হবে?

বাড়ীওয়ালা ঃ আজ্ঞে—হে—হে—আরে মশাই, শুধু জমি দেখিয়ে

আর এ্যাড্ভান্স নিয়ে তিন তিনখানা বাড়ী আজব সহরে করে ফেললাম আর আপনি বলছেন কিনা—

(রঙ্গদেশীয় ও অন্যজন ভঙ্গদেশীয় যুবকের ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

ভঙ্গদেশীয় ঃ আপনার ঘর আছে ভাড়া দেবার মতো ?

বাড়ীওয়ালা ঃ আছে অনেকগুলিই তবে আপাততঃ একখানা ঘর ভাড়া দিতে পারি।

রঙ্গদেশীয় ঃ তবে ঘর-ভাড়াটা আমারেই ছ্যান! আমি রঙ্গদেশ হইতে আইসি, রিফিউজি!

ভঙ্গদেশীয় ঃ রিফিউজি! রিফিউজি তো রিফিউজি ক্যাম্পে যান না! আপনাদের জন্য খরচ করতে করতে কর্তারা তো দেউলে পিটে গেল।

রঙ্গদেশীয় ঃ কর্তারা দেউলে হইতাসে আর আমরা কি রাজা হইসি শুনি? রাজা হইয়াসে তারা যাগো হাত দিয়া টাকা আমাগো হাতে আসে, বোস্লেন। পাঁচশ টাকা পাইবার হইলে পাই একশ। চারশ টাহা তাগোই দিতে হয়।

ভঙ্গদেশীয় ঃ আরে রেখে দিন মশাই যত সব মিথ্যে কথা। আপনাদের জন্যে তো একটা চাকরী পাবার উপায় নেই। ঘর ভাড়া নেব, তাও জ্বালাতন! যত্তো সব! (বাড়ীওয়ালার প্রতি) বুঝলেন মশাই, আমি হলাম ভঙ্গদেশের লোক। বাড়ী ভাড়া আমাকেই দেওয়া উচিত।

রঙ্গদেশীয় ঃ ক্যান! আমরা হইলাম রঙ্গ ছাশের লোক। বাড়ী

ঘরদোর ছাইড়া আইসি। বাড়ীভাড়া আমাগোই আগে পাওয়া উচিত।

ভঙ্গদেশীয়ঃ কক্ষনো না। বাড়ী ঘর দোর ছাইড়া আইসি। আমার মাথা কিন্‌স। (বাড়ীওয়ালার প্রতি) দেখুন মশাই, বাড়ী ভাড়া আমাকেই দিতে হবে। নয় তো বোমা মেরে দেব।

রঙ্গদেশীয়ঃ ক্যান! আপনাগো ভাড়া দিবেন ক্যান। জোর যার, মুলুক তার ভাবসেন নাকি? আমরা হইলাম খাস রাঙ্গাল। হঃ।

ভঙ্গদেশীয়ঃ (তাচ্ছিল্যের সুরে) আরে রেখে দাও, তোমার মতো রাঙ্গাল আমি ঢের দেখেছি। মার খেয়ে পালিয়ে এসে আবার কথা!

রঙ্গদেশীয়ঃ আইসি, বেশ করসি, আইসি। আমরা ভোট দিসি তবে তো হ্যাশটা ভাগ হইসে। আসুম না ক্যান, নিশ্‌শয় আসুম। একশ বার আসুম।

ভঙ্গদেশীয়ঃ দেখো, তুমি অত কাঁচা লঙ্কার ঝাল দেখিও না বলছি।

রঙ্গদেশীয়ঃ হ্যাহ, তুমি অত পচা চিংড়ির ঝাল দেহাইও না, বুঝসো!

ভঙ্গদেশীয়ঃ রাঙ্গাল! রাঙ্গাল! খাস রাঙ্গাল!

রঙ্গদেশীয়ঃ ভাঙ্গা, ভাঙ্গা, ভাঙ্গা আর কারে কয়!

ভঙ্গদেশীয় : দেখো ভাঙ্গা ভাঙ্গা বলো না বলছি। মারামারি হয়ে যাবে।

রঙ্গদেশীয় : আরে রাইখ্যা দাও, মাইরা এক্কেবারে চৌচির কইরা দিমু না।

(মারামারি হয় হয়, নাট্যকার তাড়াতাড়ি এসে তাদের ছাড়িয়ে দিতে দিতে)

নাট্যকার : আঃ, আপনারা করছেন কি? মানে আপনারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছেন!

ভঙ্গদেশীয় : নিজেরা মারামারি করবো আলবাৎ করবো, আপনার কি! (রঙ্গদেশীয়র কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াল)

রঙ্গদেশীয় : হ, ঠিক কথা, আপনার কি!

বাড়ীওয়ালা : হুম্। বাড়ীভাড়া আমি দিতে পারি।

(দুজনে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল)

রঙ্গদেশীয় : কারে? আমারে গ্যান, দেহেন আমি হইলাম রঙ্গ গ্যাশের লোক।

ভঙ্গদেশীয় : আমাকে, আমাকে! দেখুন আমি হলাম ভঙ্গদেশের লোক।

বাড়ীওয়ালা : দেখুন আমি হলাম ব্যবসাদার মানুষ। রঙ্গ-ভঙ্গ আমার কাছে সবই সমান। আমি বুঝি টাকা। যিনি বেশি দিতে পারবেন তাঁকেই ঘর ভাড়া দেব। (ভঙ্গদেশীয়র প্রতি) আপনি কত ভাড়া দিতে পারবেন?

ভঙ্গদেশীয় : আমি ত্রিশ টাকা দেব।

রঙ্গদেশীয় ঃ আমি চল্লিশ টাকা দেব।

ভঙ্গদেশীয় ঃ আমি পঞ্চাশ টাকা দেব।

বাড়ীওয়ালা ঃ ষাট টাকা দিতে পারবেন ?

ভঙ্গদেশীয় ঃ (চিন্তিত ভাবে) ষা-ট-টা-কা !

বাড়ীওয়ালা ঃ পারবেন না। বেশ চলে যান !

ভঙ্গদেশীয় ঃ বেশ যাচ্ছি। (আগাল)

রঙ্গদেশীয় ঃ (নিচুগলায়) আমি ষাট টাকাই দিমু।

ভঙ্গদেশীয় ঃ (তাড়াতাড়ি ফিরে এসে) আমিও তাই দেব।

বাড়ীওয়ালা ঃ কিন্তু কুড়ি টাকা পাচ্ছি বলে লিখে দেব।

উভয়ে ঃ বেশ তাই দেবেন।

বাড়ীওয়ালা ঃ তারপর একশ টাকা সেলামি দিতে হবে।

উভয়ে ঃ তাই দেব।

বাড়ীওয়ালা ঃ তিন মাসের ভাড়া এ্যাড্ভান্স দিতে হবে।

রঙ্গদেশীয় ঃ দিমু, দিমু, সব দিমু, খালি ঘরডা আমারে ভাড়া দ্যান।

ভঙ্গদেশীয় ঃ ঘর আমাকে দিতে হবে। টাকার জন্য কুছ পরোয়া নেই। ঘর আমার চাই-ই—(পকেট থেকে টাকা বার করে) এই নিন টাকা, কত দিতে হবে বলুন !

রঙ্গদেশীয় ঃ আমিও বুঝি দিতে জানি না !

(উভয়ে টাকা বার করলো, নাট্যকার অধৈর্য হয়ে চীৎকার করে উঠলো)

ট্যনাকার ঃ পুলিশ ! পুলিশ !! আমি আপনাকে পুলিশে ধরিয়ে

দেব। পুলিশ, পুলিশ!

বাড়ীওয়ালা : হুম্। পুলিশ! ঘুষ খাবার জন্যে ধরিয়ে দেবেন। আমি হলাম ভোম্বলদাস ভড়। আমাকে দেবেন পুলিশে ধরিয়ে! মার কাছে মাসীর গপ্পো। হুম্!

নাট্যকার : আমি আপনাদের বিরুদ্ধে কেস করবো।

ভঙ্গদেশীয় : কেস করবেন? এই একটা সামান্য কেস শেষ হতে দু'টি বছর লাগবে। সাতদিন অন্তর খালি দিন পড়বে, আদালত আর বাড়ী, বাড়ী আর আদালত করতে করতে আপনার জুতোর শুকতোলা ক্ষয়ে যাবে। তখন বলবেন—"ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি।"

নাট্যকার : (নার্ভাস হয়ে) আজ্ঞে—

রঙ্গদেশীয় : আইজ্ঞা হঃ—আপনি একটা আস্ত পাগল। তা নইলে পুলিশ ডাকেন! পাগল বাদে আর বেবাকেই জানে শুধু গলায় ডাকলে পুলিশ আইসে না। ব্যবস্থা করা লাগে। বোঝলেন স্যার!

নাট্যকার : আমি পাগল! এঁ্যাঃ…আমি পাগল……

বাড়ীওয়ালা : আজ্ঞে হ্যাঁ। বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি! নয় তো সত্যিই আপনাকে আমি পাগলা-গারদে দিয়ে দেব।

নাট্যকার : আমি পাগল! মানে রাঁচী মানে আমি—

(নাট্যকার সভয়ে পালাল। দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠলো। রঙ্গ ও ভঙ্গদেশীয়েরা টাকা দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠ্লো। ধীরে ধীরে পট নেমে এল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[১০নং বাড়ীর অপরাংশ। এ অংশে থাকেন আন্তঃ প্রাদেশিক অপচয় নিবারণী দপ্তরের ডাইরেক্টার মিঃ ডুনডুভি ভাট। টিপটাপ সাহেবী ধরণের পোষাক। গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। চেয়ারে বসে। সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ফাইলপত্র। নাট্যকার সামনে দাঁড়িয়ে।।]

ডাইরেক্টার ঃ হুঃ, কি বললেন ? আপনি নাট্যকার···

নাট্যকার ঃ আজ্ঞে হাঁ।

ডাইরেক্টার ঃ (ফাইল দেখতে দেখতে)তা আমার কাছে কেন ?

নাট্যকার ঃ ভঙ্গদেশ দেখতে এসেছি।

ডাইরেক্টার ঃ ভঙ্গ দেখতে এসেছেন তা আমার কাছে কেন ? নতুন কেরাণী-কারখানায় যান, বাস-গুদোমে যান, মানস-পুত্রীতে যান। আমি হলাম অপচয় নিবারণী দপ্তরের ডাইরেক্টার। কেউ কোথাও অপচয় করছে কিনা তাই আমার দেখবার বিষয়।

নাট্যকার ঃ (ক্লান্ত স্বরে) ওঃ, আমি রীতিমত ক্লান্ত স্যার মানে এইখানে একটু বসবো।

ডাইরেক্টার ঃ বসুন। কিন্তু যে কোন মুহূর্তে আপনাকে বেরিয়ে যেতে বলতে পারি।

নাট্যকার ঃ আজ্ঞে হাঁ।

(নাট্যকার বসলো। রিপোর্টারের প্রবেশ)

ডাইরেক্টার ঃ হ্যাঁ লিখুন। মিষ্টার ডুনডুভিস এ্যাপিল টু কানট্রিমেন···

রিপোর্টার ঃ (এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়িয়ে) কিন্তু স্যার আমাদের কাগজটা যে বাংলা।

ডাইরেক্টার ঃ ওঃ। আচ্ছা লিখুন, মিঃ ডুনডুভি ভাটের দেশবাসীর প্রতি আবেদন।

রিপোর্টার ঃ আচ্ছা স্যার, ওটা বিশ্ববাসীর প্রতি আবেদন করে দিলে হয় না।

ডাইরেক্টার ঃ করে দিলে অবশ্য মন্দ হয় না।

রিপোর্টার ঃ দিন না। আজকাল তো সবাই বিশ্ববাসীর প্রতি আবেদন জানাচ্ছে। অবশ্য খবরের কাগজের প্রিন্সিপলই হচ্ছে সব কিছু বাড়িয়ে বলা, প্রেসে গেলে অটোমেটিক দেশ ছেড়ে বিশ্বে চলে যাবে!

ডাইরেক্টার ঃ অল রাইট। লিখুন আন্তঃ প্রদেশিক অপচয় নিবারণী দপ্তর থেকে আমি জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে আপনারা দেশের এই চরম থেকে চরমতর দুর্দিনে, সরি, লিখুন সমৃদ্ধি থেকে সমৃদ্ধিতর সুদিনে সমস্ত প্রকার অপচয়—

রিপোর্টার ঃ স্যার আপনার বিবৃতিতে—

ডাইরেক্টার : এটা আমার বিবৃতি নয়। ভবিষ্যতে যে বিবৃতি দেব এটা তারই প্রিফেস।

রিপোর্টার : তা তাতে কতবার শান্তির কথা থাকবে।

ডাইরেক্টার : প্রতি লাইনে তিনবার তো বটেই। তবে ঠিক জায়গায় ঠিকমতো বসিয়ে নেবার দায়িত্ব আপনার।

রিপোর্টার : ব্যস, আর বলতে হবে না। বাকীটা আমাদের লেখাই আছে। কারণ যাঁরাই বিবৃতি দেন তাঁরা একই কথা বলেন। তাই আমরা একটা ষ্টেটমেণ্ট ঠিক করে রেখেছি। খালি হেডিংটা পাল্‌টে দেওয়া।

ডাইরেক্টার : আই এ্যাম ভেরী গ্লাড টু হিয়ার ইট্। হাঁ, আমার ষ্টেটমেণ্টের প্রিফেসে কিন্তু খোকা চাঁদ সম্বন্ধে কিছু থাকা চাই।

রিপোর্টার : নিশ্চয়ই থাকবে।

ডাইরেক্টার : তারপর ধরুন লালবাদের বিরুদ্ধে কিছু গালাগাল থাকা চাই।

রিপোর্টার : তাও থাকবে। কিন্তু স্যার আপনার বিবৃতিটা বড্ড বড় হয়ে যাবে না!

ডাইরেক্টার : (গম্ভীর ভাবে) অত সহজে ভুলে যাবেন না। এটা আমার বিবৃতির প্রিফেস।

রিপোর্টার : তাহলেও একটু যেন…

ডাইরেক্টার : আপনি কোন্ কাগজের…

রিপোর্টার : আজ্ঞে 'দীনের বন্ধু'।

ডাইরেক্টার : প্রোপ্রাইটার কে ?

রিপোর্টার : আজ্ঞে শেঠ ঝুনঝুনওয়ালা।

ডাইরেক্টার : এডিটর কি করেন ?

রিপোর্টার : আজ্ঞে এডিটোরিয়াল লেখা ছাড়া সব কিছু।

ডাইরেক্টার : যাই হোক এডিটরকে বলবেন যে প্রচার-দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে আমার খুব আলাপ, তাঁকে বলে আমি এ্যাডভারটাইসমেণ্ট পাইয়ে দেব।

রিপোর্টার : (আনন্দে) সত্যি স্যার !

ডাইরেক্টার : তবে দুটো দিকে আপনাকে নজর রাখতে হবে। প্রথমতঃ বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে আপনাকে লিখতে হবে।

রিপোর্টার : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ! আমাদের কাগজের প্রিন্সিপলই হচ্ছে, যে যত বিজ্ঞাপন দেবে তার হয়ে তত লিখবো।

ডাইরেক্টার : দ্যাটস্ রাইট্।

রিপোর্টার : (বিনয়ে গলে গিয়ে) তাহলে স্যার আমাদের কর্তাদের সঙ্গে আপনার খুব আলাপ আছে ?

ডাইরেক্টার : আলাপ ! কি বলছেন আপনি ? আমার জেল খাটার টোটালটা ওদের চাইতে কিছু কম হয়ে গেল বলে তেমন কিছুই হতে পারলাম না। নাহলে মন্ত্রীত্ব তো আমার বাঁধা !

রিপোর্টার : (খুশি সুরে) আচ্ছা স্যার, আপনার বিবৃতি, মানে, আপনার বিবৃতির প্রিফেসটা যত বড়ই হোক না কেন, ঠিক ছাপিয়ে দেব। তবে আমার দিকটাও একটু দেখবেন।

ডাইরেক্টার ঃ কোন্ দিকটা দেখবো বলুন ?

রিপোর্টার ঃ আমার শালাটার যাতে একটা চাকরী হয়। মাইনে বেশি হোক বা না হোক উপরিটা যেন একটু থাকে।

ডাইরেক্টার ঃ লেখাপড়া জানে না তো ?

রিপোর্টার ঃ আজ্ঞে না।

ডাইরেক্টার ঃ বেশ তাহলেই হলো। জেল টেল খেটেছে ?

রিপোর্টার ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রায় বছর দশেক। তবে স্বদেশী করতে গিয়ে নয়, ডাকাতি করতে গিয়ে।

ডাইরেক্টার ঃ ওতেই হবে। স্বদেশী ডাকাতি বলে লিখে দিলেই হবে। তবে দ্বিতীয় দিকটাও মনে রাখবেন। চাকরী ছেড়ে দিয়ে নেক্সট ইলেকসানে আমি দাঁড়াব মনে করছি। ব্যাক করতে হবে আমাকে।

রিপোর্টার ঃ নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। কিন্তু কি জানেন স্যার, লোকে এখন কাগজ পড়ে না, খালি কর্মখালির বিজ্ঞাপনটুকু ছাড়া। তাহলেও স্যার আমাদের যেটুকু করবার তা আপনার জন্যে নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু স্যার, আমার শালাটার কথা—

ডাইরেক্টার ঃ নিশ্চয়ই মনে রাখবো, তবে কিছু খরচা করতে হবে। ধরুন হাজার খানেক।

রিপোর্টার ঃ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, কিছু পেতে গেলে কিছু দিতেই হয়।

COLLEGE

নাট্যকার : তার মানে, আমি আপনি অপচয় নিবারণী দপ্তরের ডাইরেকৃটার হয়ে আপনিই—

রিপোর্টার : সরষের মধ্যেই ভূত থাকে স্যার, সরষের মধ্যেই ভূত থাকে। (আবার ঘুরে এসে) আচ্ছা স্যার ঐ 'ডিপেণ্ডেন্স' পত্রিকায় একটা খবর বেরিয়েছে যে আপনাদের কোন গুদোমে নাকি বিশ হাজার মণ চাল পচে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। খবরটা কি—

ডাইরেক্টার : (গম্ভীর হয়ে) সে আমার ডিপার্টমেণ্টের দেখবার বিষয় নয়। পাবলিক যাতে কোনো জিনিস অপচয় না করে সে সম্পর্কে তাদের এ্যাডভাইস দেওয়াই আমার কাজ। আপনি এখন যেতে পারেন।

(রিপোর্টার প্রস্থান করল)

নাট্যকার : বলছিলাম কি—

ডাইরেক্টার : ডোণ্ট ডিস্টার্ব মি।

[অজয় ঢুকল। বকা-বকা চেহারা। মুখে চোখে নো-কেয়ার ভাব। কথা বলার সময় প্যাণ্ট ওপর দিকে টানে। আর ঘন ঘন চুল আঁচড়ায়।]

অজয় : গুড্ নাইট স্যার !

ডাইরেক্টার : (প্রথমে একটু চমকে উঠলো, তারপর গম্ভীর হয়ে গিয়ে) গুড্ নাইট নয়, বলুন গুড্ মর্নিং।

অজয় : চারিদিকে অন্ধকার দেখছি, তাই বললাম।

ডাইরেক্টার : কে আপনি ?

অজয় : দেখেই চেনা উচিত ছিল। আমি হলাম ভঙ্গদেশের ত্রিভঙ্গ যুবক।

ডাইরেক্টার : কি নাম?

অজয় : ধনপতি নির্ধন। ওরফে অজয় কুমার।

ডাইরেক্টার : অনেক টাকা করেছেন বুঝি?

অজয় : আজ্ঞে না। যাদের যা নেই—তাই আছে বলে প্রচার করা আজকালকার একটা আর্ট।

ডাইরেক্টার : ওঃ! কিন্তু নির্ধন পদবী তো কখনও শুনি নি!

অজয় : কি করে শুনবেন? ওটা তো আমার ডিসকভারী বা ইনভেনসানও বলতে পারেন।

ডাইরেক্টার : তার মানে?

অজয : দেখুন, আমার মতে আগে যেমন চারটে বর্ণ ছিল এখন তেমনি চারটে পদবী থাকা উচিত। যেমন ধরুন—ধনী, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত আর নির্ধন। যার যেমন টাকা তার তেমন পদবী হবে। এতে আপনার এই সুবিধে হচ্ছে যে, নাম শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে একে বৈঠকখানায় বসিয়ে চা অফার করবেন কিংবা দরজা থেকেই বিদায় করবেন বা দারোয়ান ডাকবেন!

ডাইরেক্টার : কি করেন?

অজয় : সকালে উঠে কবিতা লিখি, দুপুরে সিনেমা দেখি, বিকেলে পোলে, পার্কে বসে দেশের নেতাদের একটু গালাগাল দি, রাত্রে থিয়েটারের রিহার্স্যাল দি, মানে—সাংস্কৃতিক কাজ

7259

করি, আরও রাতে আরও অনেক কিছু করি যা আপনাকে বলতে পারবো না।

ডাইরেক্টার : আপনি তাহলে—

অজয় : আজ্ঞে হ্যাঁ! অতীত কালের বর্তমান আর বর্তমান কালের ভবিষ্যৎ!

ডাইরেক্টার : কি চাই আপনার?

অজয় : আজকের দিনে প্রত্যেক বেকার যুবক যা চায় তাই—

ডাইরেক্টার : আজকের দিনে প্রত্যেক বেকার যুবক যুবতী সিনেমায় নামতে চায়। আপনিও কি—

অজয় : আজ্ঞে না। চাকরী চাই।

ডাইরেক্টার : চাকরী? চাকরী চাইলেই যে পাওয়া যায় না তা আপনি জানেন?

অজয় : জানি। কারণ চাকরী যাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত দেড়শ জায়গায় চেয়েছি এবং পাই নি।

ডাইরেক্টার : আপনি কি জানেন না একশ জন পিয়নের চাকরীর জন্যে প্রায় পাঁচ হাজার দরখাস্ত পড়েছিল।

অজয় : জানি কারণ ঐ পাঁচ হাজার দরখাস্তর মধ্যে আমারও একখানা ছিল।

ডাইরেক্টার : আপনি কি জানেন না এদেশের লোকদের আর চাকরীতে নেওয়া হয় না কারণ তারা এলেই ধর্মঘট করে।

অজয় : তাও জানি। কারণ ধর্মঘট করানোর জন্যেই আমার চাকরী গিয়েছিল।

ডাইরেক্‌টার : হুঃ, আপনি কতদূর লেখাপড়া করেছেন ?

অজয় : কিছু না। কারণ ইউনিভারসিটিতে আমার কোনো আত্মীয় নেই।

ডাইরেক্‌টার : আপনার বিশেষ গুণাবলী কি ?

অজয় : বর্তমান ভঙ্গ যুবকদের যে কটা গুণ থাকা দরকার তা আমার সবই আছে। যেমন ধরুন, বড় বড় কথা বলতে পারি কিন্তু খাটতে পারি না। পকেটে পয়সা না থাকলেও গ্যার্বাডিনের প্যাণ্ট ওড়াতে পারি। কোনো জ্ঞান না থাকলেও সাহিত্য, রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি।

নাট্যকার : (উঠে দাঁড়িয়ে) না, না, কক্ষনো না। মানে…আমি বলছি কক্ষনো…এ হতে পারে না…

অজয় : বসুন তো মশাই, আমার গুণ আপনি আমার চাইতে ভালো জানেন।

নাট্যকার : ওঃ! (হতাশায় বসে পড়ল)

ডাইরেক্‌টার : (চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে) কিন্তু আপনার এ সব গুণ কোনো কাজে লাগবে না। আপনি জেল খেটেছেন ?

অজয় : একদিনও না!

ডাইরেক্‌টার : কোনো ভি, আই, পি-র রেকোমেণ্ডেশন আছে ?

অজয় : না।

ডাইরেক্‌টার : কত খরচ করতে পারবেন ?

অজয় : এক পয়সাও না।

ডাইরেক্‌টার : তাহলে বেরিয়ে যান।

অজয় ঃ যাচ্ছি, কিন্তু কেন যাবো বললেন না তো ?

ডাইরেক্টার ঃ কারণ এ তিনটি জিনিস না থাকলে কারুর চাকরী হয় না, অতএব বেরিয়ে যান।

অজয় ঃ আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। কিন্তু জেনে রাখবেন আমায় চাকরী না দিলেও চাকরী না করার হাত থেকে আপনি আমাকে বাঁচাতে পারবেন না। কারণ আমি ভাঙ্গালী, চাকরী আমার রক্তে লেখা।

[অজয় প্রস্থান করলো। অন্যদিক দিয়ে অমরবাবু প্রবেশ করলো]

অমর ঃ নমস্কার মিঃ ভাট।

ডাইরেক্টার ঃ আপনার কি চাই ?

অমর ঃ আমার সেইটার কতদূর কি হলো তাই জানতে এলাম।

ডাইরেক্টার ঃ ওঃ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এ ব্যাপারে আপনাকে আমি কোনো সাহায্য করতে পারলাম না।

অমর ঃ কিন্তু ওটা না পেলে—

ডাইরেক্টার ঃ বুঝতে পারছি আপনার খুব অসুবিধে হবে। কিন্তু কি করবো বলুন, আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম।

অমর ঃ আপনাকে আর একটু চেষ্টা করতে হবে। আপনি চেষ্টা করলে কিনা হয় ! আর (টাকা বার করে) এই কটা টাকা আপনাকে রাখতে হবে।

ডাইরেক্টার ঃ (টাকা দেখে আনন্দিত সুরে) টু স্পিক দা ট্রুথ সে সব রেডি। খালি এর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

(টাকা নিতে যেতেই নাট্যকার চীৎকার করে উঠলো)

নাট্যকার ঃ এ্যাঁঃ, আপনি ঘুষ খাচ্ছেন ? আমি এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

ডাইরেক্‌টার ঃ কিন্তু সে প্রতিবাদ কাগজে বের হবে না। কারণ কাগজে সত্যি কথা ছাপা হয় না।

নাট্যকার ঃ আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচাব !

ডাইরেক্‌টার ঃ তাতেও স্থবিধে হবে না। লোকে পাগল বলবে।

নাট্যকার ঃ আমি আপনার বিরুদ্ধে ওপরওয়ালাদের কাছে লিখব।

ডাইরেক্‌টার ঃ ঘুষ নেবার বিরুদ্ধে লিখতে গেলেও ঘুষ দিতে হবে।

নাট্যকার ঃ তাহলে…তাহলে কি হবে ?

ডাইরেক্‌টার ঃ (বজ্রগম্ভীর স্বরে) গেট আউট (নাট্যকার ইতঃস্তত করে) গেট আউট।

[নাট্যকার ভীতত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল, ডাইরেক্‌টার টাকা পকেটে রেখে অমরবাবুর সঙ্গে হাণ্ডসেক্ করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে পট নেমে এল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[১০নং বাড়ীর অপর একখানি ঘর। পট উঠ্‌লে দেখা গেল শ্রীদাড়িম্বর ধাড়া কি একটা কাগজ দেখতে ব্যস্ত। বয়স ৪০।৫০, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। 'চোখে চশমা। নাট্যকার সামনে দাঁড়িয়ে।]

নাট্যকার ঃ শুনছেন স্যার !

সম্পাদক ঃ মাফ করবেন, আমাদের মাসিক পত্রিকায় আর গল্প ছাপানো হবে না।

নাট্যকার ঃ তবে আপনার পত্রিকায় যে সব গল্প বেরোয় সেগুলো কি গল্প নয়।

সম্পাদক ঃ নয়ই তো (ফের তাড়াতাড়ি) নয়ই তো ! সব একটা আগুন। ফুরোবার আগে পুরোনো লেখকগুলো আমাদের কাগজে আগুন ঢেলে যাচ্ছে।

নাট্যকার ঃ আজ্ঞে, আমি গল্প লিখি না।

সম্পাদক ঃ বলছেন কি ? ভঙ্গদেশে লেখে না, এমন লোকতো পাওয়া যায় না।

নাট্যকার ঃ আজ্ঞে আমিও লিখি। তবে গল্প নয়, নাটক।

সম্পাদক : লিখে কোনো লাভ নেই। চলবে না।

নাট্যকার : আজ্ঞে কেন ?

সম্পাদক : ভঙ্গদেশে নামকরা লেখকের নাটক ছাড়া থিয়েটার হয় না। আর দুবছরের কমে কোনো নাটক চালানো হয় না।

নাট্যকার : আজ্ঞে প্লে এ দেশে হবে না। স্বর্গে হবে।

সম্পাদক : (আশ্চর্যে) তাহলে এখানে নয়, সশরীরে স্বর্গে যান।

নাট্যকার : অজ্ঞে তাই যাব, তবে ভঙ্গদেশের ওপর নাটক লিখবো কিনা—

সম্পাদক : ভঙ্গদেশের ওপর নাটক লিখে স্বর্গে চালাবেন। তা বেশ, ভালো বুদ্ধি খাটিয়েছেন। কারণ ভঙ্গদেশে এখন বিদেশী নাটকের অনুবাদ আর উপন্যাসের নাট্যরূপ চলছে। হাঁ···কি ভাবে আপনি নাটক লিখবেন সে সম্পর্কে আপনাকে দুচার কথা বলতে চাই, যদি ইচ্ছে হয় শুনতে পারেন।

নাট্যকার : আজ্ঞে হাঁ, শুনবো বৈকি ?

সম্পাদক : তাহলে বসুন।

(নাট্যকার বসল)

(উপদেশ দেবার সুরে) নাটক যদি চালাতে চান তাহলে রম্ভা টেকনিকে নাটক লিখুন।

নাট্যকার : রম্ভা টেকনিক—সেটা আবার কি ?

সম্পাদক : কি আশ্চর্য, রম্ভা টেকনিক বোঝেন না ? আচ্ছা বয়—মিট্স—গাল´ ফর্ম্মুলা বোঝেন ?

নাট্যকার : আজ্ঞে না।

সম্পাদক : তাও বোঝেন না! আচ্ছা সেক্সএ্যাপিল বোঝেন?

নাট্যকার : আজ্ঞে না।

সম্পাদক : ওঃ কি আপদ! আচ্ছা, আমিই বুঝিয়ে দিচ্চি। দেখুন আপনার নাটকে রাখবেন দুটো মেয়ে একটা ছেলে। নায়িকার দেহ-সৌষ্ঠভ যতটা সম্ভব দেখিয়ে নায়কের সঙ্গে লুকোচুরি খেলান মধ্যে হিন্দী গানের সুরে গোটা আষ্টেক গান আর রক-এণ্ড-রোল ড্যান্সের মতো গোটা আষ্টেক ড্যান্স। তারপর কমেডী করতে চান, একজনকে মেরে ফেলুন আর যদি ট্র্যাজেডী করতে চান তিনজনকেই মেরে ফেলুন। দেখবেন নাটক পোকায় না কেটে বাজারে হুহু করে কেটে যাচ্ছে।

নাট্যকার : আজ্ঞে আমি এদেশের বাস্তব অবস্থাকে কেন্দ্র করে—

সম্পাদক : তাই নাকি? তাহলে দেখুন, এ দেশে এখন দু' রকমের নাটক চলছে! এক হচ্ছে যে কোনো অন্ধ, খোঁড়া, কুঁজো, ট্যারা, বোবা আর পাগলাকে নায়ক করে নাটক, আর এক হচ্ছে প্রগতিশীল নাটক। ধনী-দরিদ্র, শ্রমিক-মালিক, চাষী-জমিদারদের মধ্যে মন কষাকষি নিয়ে লেখা। লেখা অত্যন্ত সহজ, প্রতি পাতায় কিছু মেকি বক্তৃতা।—আর শেষে মালিকের শ্রমিকের পদধূলি গ্রহণ।

[জনৈক ঔপন্যাসিকের প্রবেশ]

ঔপন্যাসিক : (আধো আধো সুরে) নমস্কার দাড়িম্বর বাবু!

সম্পাদক : (চিনেও না চেনার ভান করে) কে আপনি? কি চাই?

ঔপন্যাসিক ঃ কি আশ্চর্য, আমাকে চিনতে পারলেন না ? আমি হলাম শ্রীলবডঙ্কা রায়। 'ঝোপে-ঝাড়ে' উপন্যাস, যেটা আপনারা পাবলিশ করেছেন, তারই লেখক আমি।

সম্পাদক ঃ দেখুন ও রকম ঝোপে-ঝাড়ে, আনাচে-কানাচে, উঁকি-ঝুঁকি, অনেক বইএর প্রকাশক আমি। সব নাম মনে রাখতে হলে ডিক্সনারী হয়ে বসে থাকতে হয় !

ঔপন্যাসিক ঃ কত কপি বিক্রি হলো তাই—

সম্পাদক ঃ কত কপি ! এক কপিও না।

ঔপন্যাসিক ঃ কিন্তু কাগজে বলছে আমার উপন্যাসটা নাকি যুগান্তকারী হয়েছে ? ধারেও কাটে, ভারেও কাটে।

সম্পাদক ঃ কাগজে বলে না, বলাতে হয়।

ঔপন্যাসিক ঃ কিন্তু বইএর দোকানে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে আমার উপন্যাস—

সম্পাদক ঃ খুব বিক্রি হচ্ছে ! আচ্ছা দাঁড়ান। ওহে লঙ্কেশ্বর—

[লঙ্কেশ্বর ঢুকলো]

বুকস নট সোল্ড একাউন্ট বুকএর চার নম্বর ভলিউমএর থার্ড চ্যাপ্টারএর সেকেণ্ড পার্টটা নিয়ে এসো তো !

লঙ্কেশ্বর ঃ আজ্ঞে, আসলটা না নকলটা···

সম্পাদক ঃ গর্দভ ! দেখতে পাচ্ছো না !

লঙ্কেশ্বর ঃ এক্ষুনি আসছি স্যার !

(লঙ্কেশ্বর তাড়াতাড়ি একটা মোটা বই নিয়ে এল।)

লঙ্কেশ্বর : (পাতা উল্‌টোতে উল্‌টোতে) হাঁ···বধির বটব্যালের 'তামাটে স্বপ্ন', খড়খড়ি শর্মার 'উঁকি-ঝুঁকি', আর এই লবডঙ্কা রায়ের 'ঝোপে-ঝাড়ে'। এই দেখুন ছাপান হয়েছে এগারশ···কম্‌প্লিমেণ্টারী নব্বুই···আর উইএ কেটেছে দশখানা···বিক্রী সাতাশখানা আর বাকী ষ্টকে পড়ে আছে।

ঔপন্যাসিক : কিন্তু দোকানদার বল্‌ল—

সম্পাদক : আরে মশাই, ডাক্তার বলছে রুগী বেঁচে নেই—আর রুগী বেঁচে আছি বললেই তার কথাই বিশ্বাস করবেন ? যান

(ঔপন্যাসিক বিষণ্ণ মুখে যেতে থাকে)

তা আর কি বই লিখলেন ?

ঔপন্যাসিক : (তাড়াতাড়ি ঘুরে এসে) লিখেছি। চাঁদ বদন। এই বর্তমান জগতের সঙ্গে অবর্তমান ভবিষ্যতের—

সম্পাদক : থাক, থাক। নিয়ে আসবেন একদিন বইটা—

ঔপন্যাসিক : ছাপাবেন ?

সম্পাদক : বলতে পারি না। 'ঝোপে-ঝাড়ের' পরে আর আপনার 'চাঁদ বদনে' হাত দেবার সাহস হয় না। আচ্ছা নিয়ে আসবেন একদিন, লঙ্কেশ্বরকে দিয়ে পড়িয়ে দেখব বইটা কেমন হয়েছে !

ঔপন্যাসিক : আচ্ছা স্যার !

(প্রস্থান করল)

সম্পাদক : আসলে ঝোপে-ঝাড়ে কত কপি বিক্রি হোয়েছে হে !

লঙ্কেশ্বর : তা প্রায় হাজার তিনেক।

সম্পাদক ঃ আচ্ছা যাও। (প্রস্থান করল)

নাট্যকার ঃ তিন হাজার কপি বিক্রি হয়েছে! আর আপনি বললেন কিনা সাতাশ খানা।

সম্পাদক ঃ এই রকমই বলতে হয়। শুধু তাই নয়—আপনি যেন আবার লবডঙ্কাবাবুকে বলে বসবেন না—এগারশ' কপি বলে তেত্রিশশো কপি ছাপিয়ে নিয়েছি।

নাট্যকার ঃ করেছেন কি মশাই!

সম্পাদক ঃ এই রকমই করতে হয়। শুধু আমি কেন মশাই, সবাই করে। এরই নাম তো পাব্—

[জনৈক সিনেমা প্রযোজক প্রবেশ করলেন। মোটা-সোটা গোলগাল চেহারা। গলায় সোনার চেন। হাতে একটা এ্যাটাচি কেস]

প্রযোজক ঃ নমস্কার দাড়িম্বরবাবু!

সম্পাদক ঃ নমস্কার! কি মনে করে! ওহে লঙ্কেশ্বর, এক কাপ চা দিয়ে যাও!

প্রযোজক ঃ না না, চায়ের দরকার নেই।

সম্পাদক ঃ তাহলে থাক।

প্রযোজক ঃ (বসে) আপনি তো দেখলেন ?

সম্পাদক ঃ হ্যাঁ, দেখেছি। ছ্যাঃ ছ্যাঃ!

প্রযোজক ঃ কেন! নামটা কেমন সুন্দর হয়েছে বলুন তো! 'আমরা সব জানোয়ার'!

সম্পাদক ঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ! ওটা কি একটা নাম হলো! তার

চাইতে যদি নাম রাখতেন 'আমরা সব ল্যাজ কাটা বাঁদর', তাহলে বরঞ্চ কিছুটা রিয়ালিষ্টিক হতো! ছ্যাঃ ছ্যাঃ!

প্রযোজক: কেন? আপনার বইটা ভালো লাগেনি?

সম্পাদক: ছ্যাঃ ছ্যাঃ, ওটা কি একটা বই হয়েছে! সাতদিন চলবে না!

প্রযোজক: কেন? ধরিত্রী দেবী কি মার্ভেলাস অভিনয় করেছেন বলুন তো!

সম্পাদক: কিচ্ছু হয় নি! ওটা কি এ্যাক্টিং হয়েছে! হাসছেন কি কাঁদছেন বোঝা যায় না!

প্রযোজক: ক্যামেরা ওয়ার্ক কিন্তু অপূর্ব হয়েছে।…ঝট্‌পট ঝাঁ—

সম্পাদক: কিচ্ছু হয় নি! পাঁচ টাকা দামের ক্যামেরা দিয়ে আমার এ্যাসিটেন্টকে ফ্লোরে ছেড়ে দিন, দেখবেন সবাইকে ফুল করে দিয়ে হাউসফুল করে ছেড়ে দেবে।

প্রযোজক: তারপর ডাইরেক্‌টারের ট্রিট্‌মেন্টটা একবার দেখুন, ঐ যে সীনে নায়িকা রাগে ফুলছে ওদিকে কুকুরটা ল্যাজ নাড়ছে এমন নিও-রিয়ালিষ্টিক ফাইন টাচ্—

সম্পাদক: ওটা টাচ্ হয় নি! আমাদের ওপর টরচার করা হয়েছে। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, কি যে সব ছবি করেন? মাফ করবেন, আমাকে এর বিরুদ্ধে লিখতেই হবে। সিনেমা-ফ্যান নেশনের কাছে আমার একটা দায়িত্ব আছে তো!

প্রযোজক: (কাঁদো কাঁদো ভাবে) আপনি বিরুদ্ধে লিখলে একদম মরে যাব!

সম্পাদক : তা যান। তাই বলে আমি তো যা নয় তাই লিখে দিতে পারি না। আমার একটা রেস্‌পন্‌সিবিলিটি আছে।

প্রযোজক : সে তো বটেই! তবে কিনা রেস্‌পন্‌সিবিলিটির চাইতে যদি মোটা কিছু পাবার পসিবিলিটি থাকে তাকে তো আর পায়ে ঠেলতে পারবেন না।

সম্পাদক : না না। লক্ষ্মীকে কি আর পায়ে ঠেলতে পারি! পাপ হয়ে যাবে যে! তবে কতো মোটা সেটা তো জানা দরকার।

প্রযোজক : এই শ' দুয়েক!

সম্পাদক : সবে তো খড় বাঁধলেন।

প্রযোজক : তাহলে 'তিনশ'।

সম্পাদক : সবে তো এক মেটে হলো।

প্রযোজক : তাহলে পাঁচশই নিন্।

সম্পাদক : হ্যাঁ, এইবার একটু দোহারা হলো। সত্যি কথা বলতে কি, বেশ একৃসরে দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এটা অনায়াসেই বলা চলে যে ধরিত্রী দেবীর অভিনয়ের মধ্যে একটা ক্লাসিক টাচ্ আছে। তাছাড়া লেন্সে ঝট্‌পট্ ঝাঁর সেন্সের পরিচয় বেশ কয়েক জায়গায় পাওয়া যায়। আসল কথা হলো ঐ খারাপ অংশটুকু বাদ দিয়ে ভালোটুকুই লিখতে হবে, কি বলেন!

প্রযোজক : ঠিক ধরেছেন। কুড়ি লাইনের মধ্যে ষোল লাইন ভালো লিখলেই হয়ে যাবে। (টাকা দিল) তাহলে চলি।

[প্রস্থান]

সম্পাদক : (জোরে) ওহে লঙ্কেশ্বর ! [লঙ্কেশ্বর ঢুকল]

লঙ্কেশ্বর : আজ্ঞে—

প্রযোজক : 'আমরা সব জানোয়ার' বইটা একবার দেখে একটু সমালোচনা লিখে দিয়ো তো !

লঙ্কেশ্বর : আচ্ছা স্যার !

নাট্যকার : আপনি সিনেমা না দেখেই বলে দিলেন বাজে হয়েছে !

সম্পাদক : বলতে হবে ! না বললে দরটা উঠবে কেন ! তাছাড়া উনি যদি পাটের কারবার করে আর্ট বুঝতে পারেন, তাহলে আমিই বা সিনেমা না দেখেই ক্রিটিসিজিম করতে পারবো না কেন ?…আচ্ছা, তুমি যাও।

(লঙ্কেশ্বর চলে গেল।)

[এমন সময় জনৈক চিত্রকরের প্রবেশ। রোগা লম্বাটে ছিপছিপে চেহারা। পাজামা আর ঝোলা পাঞ্জাবী পরণে।]

সম্পাদক : কে আপনি ?

শিল্পী : আমি একজন শিল্পী !

সম্পাদক : এ দেশে সবাই নিজেকে শিল্পী বলে পরিচয় দেন। তাই এর নাম পাল্‌টে শিল্পীস্থান রাখা উচিত।

শিল্পী : কিন্তু আমি একজন সত্যকার শিল্পী।

সম্পাদক : প্রমাণ ?

শিল্পী : তার প্রমাণ আমি খেতে পাই না। অথচ পরিষ্কার জামা কাপড় পরে বেড়াই।

সম্পাদক : তা আপনি কি রকম শিল্পী! নাচেন, গান করেন, থিয়েটার—

শিল্পী : আজ্ঞে না। আমি হলাম চিত্রশিল্পী। তার মানে আমি ছবি আঁকি। কমার্শিয়াল আর্ট আর ফাইন আর্ট এই দুটোকে পাঞ্চ করে আঁকাই আমার ছবির বিশিষ্ট বিশিষ্টতা।

সম্পাদক : তা কি ছবি এঁকেছেন?

শিল্পী : আজ্ঞে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। (তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ বার করে) এই দেখুন না, দেখুন—

সম্পাদক : (অনিচ্ছা সহকারে নিয়ে কাগজটার এপিট-ওপিঠ দেখে, কিছু দেখতে না পেয়ে) কোথায় মশাই আপনার পৃথিবীর ভবিষ্যৎ! এতে তো অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কিছুই আঁকা নেই।

শিল্পী : (একটু জোরের সঙ্গে) নেই তো! সেইটাই তো পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।

সম্পাদক : তার মানে!

শিল্পী : তার মানে ভবিষ্যতে পৃথিবী থাকবে না। রাশিয়া, আমেরিকা মারণাস্ত্র দিয়ে ভবিষ্যতে পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

সম্পাদক : না মশাই, এ ছবি ছাপাবো না। পৃথিবীদ্রোহী বলে ধরে নিয়ে যাবে।

শিল্পী : (আরও জোরের সঙ্গে) যদি ছাপাতে হয় তাহলে এ ছবিই

আপনাকে ছাপাতে হবে। কারণ ছাপাতে এক পয়সাও খরচ নেই।

সম্পাদক। বলছি মশাই এ ছবি চলবে না।

[জনৈক কবির প্রবেশ, বাবরি চুল, চোখে রিমলেশ চশমা, মাটিতে গড়ান কাপড়ের কোঁচা, গিলে করা আদ্দির জামা।]

কবি ঃ নমস্কার! আমি হলাম কবি ধড়ফড় দে। আপনার পত্রিকার জন্যে একটা গবিতা এনেছি। দয়া না করেই ছাপিয়ে দেবেন স্যার।

সম্পাদক ঃ আজকাল লোকে কবিতা পড়ে না।

কবি ঃ লোকে যা পড়ে না কাগজে তাইতো বেরোয় স্যার! শুনবেন গবিতাটা! শুনুন না! খুব নিও-রিয়ালিষ্টিক গবিতা—(পড়তে লাগল)

মিশরের পিরামিড
আর ব্যাবিলনের ঝুলোনো বাগান
ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে
সেখানে আনবো লেকের কল-কল্লোল।
ইট কাঠ পাথরে গড়া এই মাটীর
পৃথিবীর বুকে দিনরাত জ্বালাবো
মেট্রো লাইট হাউসের আলো জ্বলজ্বলে বিজ্ঞাপন।
আধখানা চাঁদ, আর সিকিটুকু সূর্য নিয়ে
আমরা নাচবো।

(যেমন করে) সাহারার বুকে ময়ূর নাচছে,
(যেমন করে) কোরিয়ার বুকে চীন আমেরিকা নেচেছে,
তেমনি করে আমরা নাচবো।
সে নাচের তালে আকাশের কোটি কোটি তারা
ঘুর ঘুর করে নাচবে।
ডুয়ার্সের জঙ্গলে—
মিসিসিপির তরঙ্গে—
পারসিয়ার তেলের খনিতে
এ নাচের মাতন লাগবে।

সম্পাদক : (চীৎকার করে) থামুন, থামুন···

কবি : আমাকে কিছু বলছেন ?

সম্পাদক : আজ্ঞে হাঁ, নাচ থামাতে বল্‌ছি।

কবি : আমি তো নাচ্‌ছি না। পড়ছি।

সম্পাদক : কি পড়ছেন ?

কবি : কেন ? গবিতা। গন্থ আর কবিতার কম্পাউণ্ড মিক্সচার।

সম্পাদক : খুব হয়েছে। মিক্সচার খাইয়ে কাজ নেই। ঘুর—ঘুর—এখন সুড় সুড় করে সরে পড়ুন তো।

কবি : কেন ?

সম্পাদক : কারণ আপনার কবিতার একটা লাইনও বোঝা গেল না।

কবি ঃ বোঝা যাবে না তো! দুর্বোধ্যতাই আধুনিক কবিতার আঙ্গিক।

সম্পাদক ঃ এ কবিতার কোন ছন্দ নেই!

কবি ঃ ছন্দহীনতাই তো আমাদের গবিতার ছন্দ। আমরা যে জীবনের কবি, আজকের মানুষের জীবনে যেমন কোন ছন্দ নেই। তেমনি এ গবিতারও কোন ছন্দ নেই।

সম্পাদক ঃ এ কবিতার কোন মানেও নেই।

কবি। সত্যই কোন মানে নেই। কারণ আজকের এই জীবন যাপনের কোন মানে নেই। তাই মানে না থাকাটাই এ গবিতার মানে।

সম্পাদক ঃ দেখুন এ সব কবিতা চলবে না।

কবি ঃ এ্যাঃ ...

শিল্পী ঃ (তাড়াতাড়ি) আজ্ঞে হাঁ, আপনার কবিতা চলবে না। চলবে আমার ছবি। (সম্পাদকের প্রতি) বুঝলেন, এ ছবিটা হলো ভাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ।

[সম্পাদক ছবিটি দেখলেন। তাতে বড় করে একটা শূন্য আঁকা।]

সম্পাদক ঃ একি মশাই এ যে শুধু একটা শূন্য আঁকা।

শিল্পী ঃ আজ্ঞে ঐটাই তো ভাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ।

সম্পাদক ঃ আপনার এরকম ছবি চলবে না। বুঝলেন, এখন হলো বস্তু যুগ, ও সব ভাববাদ চলবে না।

কবি : তাহলে কি চলবে শুনি ?

সম্পাদক : (একটু পরে) অশ্লীলতা !

নাট্যকার : (লাফিয়ে উঠে) এ্যাঁঃ ! অশ্লীলতা সাহিত্যের মধ্যে অশ্লীলতা !

সম্পাদক : আজ্ঞে হাঁ। নরনারীর আদিম কামনার জান্তব প্রকাশ। আজকের ভাংলা সাহিত্য তাই দিয়ে ভরে উঠেছে। লোকে আজ তাই চায়।

নাট্যকার : না, না, কক্ষনো তাই চায় না। আপনারা···

সম্পাদক : আপনি চুপ করে বসুন তো ! লোকে কি চায় আর না চায় তা আপনি আমাদের চাইতে ভালো বোঝেন ? (শিল্পীর প্রতি) কি আপনি রাজী অশ্লাল ছবি আঁকতে ? টাকা পাবেন ! অনেক টাকা !

শিল্পী : তা, হাঁ···রাজী···

নাট্যকার : আপনি টাকার জন্যে···

শিল্পী : কি করবো বলুন ? লোকে যা চায় তাই আঁকতে হবে। বাঁচতে তো হবে !

সম্পাদক : কি মশাই ! আপনি রাজী ?

কবি : আজ্ঞে হাঁ। লোকে যখন চায় আর টাকা যখন পাওয়া যাবে···বুঝলেন না আমারও তো ছেলেপুলে আছে।

নাট্যকার : আপনারা টাকার জন্যে সাহিত্য নিয়ে বেসাতী করবেন ?

কবি : টাকার জন্যে মানুষ মানুষকে খুন করতে পারে আর

আমরা হুকলম লিখে দিতে পারবো না! কি যে বলেন! (সম্পাদকের প্রতি) ইনি কে মশাই ?

সম্পাদক : একজন পাগল।

কবি : ওঃ, তাই বলুন।

নাট্যকার : (উত্তেজিত সুরে) আপনারা টাকার জন্যে সব করতে পারেন ? টাকার জন্যে...

শিল্পী : (সম্পাদকের প্রতি) দেখুন, এ পাগলটার একটা ফটো কাগজে ছাপিয়ে দিয়ে লিখে দিন, ইনি একজন যিনি বলেন মানুষ টাকার জন্যে সব কিছু করতে পারে না।

সম্পাদক : ঠিক বলেছেন। আপনারা একে ধরুন আমি ফটোগ্রাফার—কাম—বেয়ারারকে ডেকে পাঠাই। ওহে লক্কেশ্বর, ক্যামেরাটা নিয়ে এস।

[সম্পাদক চলে গেল। হুজনে নাট্যকারকে ধরে রইল]

নাট্যকার : না, না, আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন। আপনারা যে কি রকম কবি আর কি রকম শিল্পী তা আমি বুঝতে পারছি না।

কবি : কি! আমার কবিতা খারাপ! (কবিতা লিখতে লাগল)

শিল্পী। কি! আমার ছবি খারাপ! (ছবি আঁকতে লাগল)

নাট্যকার : আজ্ঞে না। আপনার কবিতাও খারাপ নয়।

কবি : তাই বল্লেন তো। এখুনি আমি কবিতা লিখে...

নাট্যকার : আর আপনার ছবিও খারাপ নয়...

শিল্পী ঃ দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার ছবিই এঁকে দিয়ে…

(উভয়ে ছবি আঁকতে আর কবিতা লিখতে ব্যস্ত দেখে নাট্যকার ছুটে পালাল। সম্পাদক ও ক্যামেরা হাতে লক্কেশ্বর ঢুকল।)

সম্পাদক ঃ কি হলো? কোথায় গেল?

কাব। আজ্ঞে, পালাল…

সম্পাদক ঃ ইস পালাল! এমন একটা কার্টুন ফটো হাত ফসকে গেল! যাকগে…যেতে দাও। ওহে লক্কেশ্বর, এদেরই একটা নিয়ে নাও।

[কবি ও শিল্পী দুজনে তাড়াতাড়ি পোজ নিয়ে দাঁড়ালো। লক্কেশ্বর ক্যামেরা তুলে ধরল। পট নেমে এল।]

চতুর্থ দৃশ্য

[১০নং বাড়ীর অন্য ঘর। এ ঘরে থাকেন রাজনীতিক থরহরি দাস। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ী। লম্বা আর রোগাটে চেহারা। থমথমে মুখ। কেটে কেটে কথা বলেন। তাঁকে ইজি চেয়ারে বসে একখানা ইংরাজি বই পড়তে দেখা যাচ্ছে। নাট্যকার ঢুকল। ঘরে বিভিন্ন দলের নেতার ছবি।]

নাট্যকার ঃ নমস্কার !

(থরহরি বইটা একটু তুলে নমস্কার করার ভঙ্গী করলেন)

নাট্যকার ঃ নমস্কার। আপনিই কি থরহরি রাজনীতিক !

রাজনীতিক ঃ যারা আমাকে কোন কালে দেখেনি, তারাও আমাকে না দেখেই বলে দিতে পারে যে আমিই থরহরি রাজনীতিক। কারণ কাগজে রোজই আমার একটা করে বিবৃতি বেরোয় এবং তার চাইতেও বড় করে ছবি বেরোয়।

নাট্যকার ঃ ওঃ।

রাজনীতিক ঃ আপনি কে ?

নাট্যকার ঃ আমি একজন নাট্যকার।

রাজনীতিক ঃ অর্থাৎ আপনি লেখেন। (ছোট হাসি) এ দেশে সবাই লেখে।

নাট্যকার ঃ আমি এখনও লিখিনি তবে ভঙ্গদেশ দেখে লিখব।

রাজনীতিক ঃ দেখার পর অবশ্য আপনার আর লেখবার ইচ্ছে থাকবে না। তা আমার কাছে আপনি কি চান ?

নাট্যকার ঃ আপনার কাছে অমি কিছু শিখতে চাই। কারণ আপনিই নাকি—

রাজনীতিক ঃ সেটা ঠিক। আমাকে দেখলেই সমগ্র রাজনীতিকদের সম্বন্ধে আপনার একটা স্পষ্ট ধারণা হয়ে যাবে। বলতে গেলে আমি তাদের স্যাম্পেল হিসেবে কাজ করছি।

নাট্যকার ঃ আমি এ দেশের রাজনীতিকদের সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই।

রাজনীতিক ঃ তাই নাকি! তাহলে বসুন।

(নাট্যকার বস্‌ল)

রাজনীতিক ঃ দেখুন বর্তমান রাজনীতিকদের দুটো দিক আছে। বাইরের আর ভেতরের। বাইরে শ্রমিকদের হয়ে কথা বলব আর ভেতরে মালিকদের কাছ থেকে ঘুষ খাব। বাইরে কালোবাজারীদের নিন্দে করবো। ভেতরে নিজে কালোবাজার চালাব।

নাট্যকার ঃ যদি কিছু মনে না করেন আপনার রাজনৈতিক মতবাদ কি তা জানতে পারি ?

রাজনীতিক : ক্যাপিট্যালিষ্টরা ভাবে সোস্যালিষ্ট। সোস্যালিষ্টরা ভাবে কম্যুনিষ্ট। কম্যুনিষ্টরা ভাবে ক্যাপিট্যালিষ্ট। আসলে আমি হলাম অপারচ্যুনিষ্ট। দুটো হাততালি যেদিকে, আমি সেইদিকে।

[অজয় হঠাৎ ঢুকল]

অজয় : নমস্কার।

রাজনীতিক : কি চাই ?

অজয় : রাজনীতি না জানলে পয়সা রোজগার করা যায় না। তাই আমি আপনার কাছে রাজনীতি শিখতে চাই।

রাজনীতিক : দেখুন রাজনীতি শেখান যায় না। রাজনীতি অনেকটা পৈতৃক সম্পত্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়। আপনি যেতে পারেন। (অজয় যাবার জন্যে ফিরলো, রাজনীতিক বলে উঠল) আপনি কোন টুপি ? কি হলো ? বলুন ? এ দেশে এখন তিন রকম টুপি চলছে। হলদে, সাদা, গেরুয়া। সারা জীবন একটা টুপি পরেই চলবেন না দরকার মতো পালটাবেন।

অজয় : আপনাকে যখন আমার গুরু বলে মানলাম তখন আপনার পরামর্শ মতই চলব।

রাজনীতিক : বেশ। (ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে) ব্যাঙ্কে আপনার কত আছে ?

অজয় : কত চাই বলুন ?

রাজনীতিক : অন্ততঃ বিশ হাজার।

অজয় ঃ অত টাকা আপনি কি করবেন ?

রাজনীতিক ঃ খরচ করব। এবং তা এই রেশিওয়। বিদেশ ভ্রমণ এবং যে কোন অপ্রয়োজনীয় বিভাগে পারদর্শিতা অর্জ্জন খাতে ১০ হাজার। যে কোন আধা-সরকারী ফণ্ডে চাঁদা ৫ হাজার। পাবলিসিটি ৩ হাজার, কনফারেন্স ২ হাজার। অবশ্য এ বিশ হাজার টাকা আপনার ইনভেষ্টমেণ্ট মাত্র। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে চার মাসের মাইনে থেকেই এ টাকা আপনার উঠে যাবে।

অজয় ঃ কিন্তু আমার কাছে তো—

রাজনীতিক ঃ হাঁ, হাঁ, বলুন কত টাকা—

অজয় ঃ একটা পয়সাও নাই।

রাজনীতিক ঃ এ্যাঃ, একটি পয়সাও নেই···অথচ আপনি রাজনীতিক হতে চান ? (রেগে) বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান···

অজয় ঃ বেশ যাচ্ছি কিন্তু কেন যাবো বলুন ?

রাজনীতিক ঃ কেন যাবেন তা এ দেশের চারদিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন। অলিতে গলিতে যত রাজনীতিক দেখতে পাবেন, দেখবেন প্রায় সবাই পাঁচ থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকার মালিক। গেট আউট, আই সে গেট আউট।

(অজয় চলে গেল)

নাট্যকার : পয়সা না থাকলে পলিটিশিয়ান হওয়া যায় না ?

রাজনীতিক : পয়সা না থাকলে সর্বহারা হওয়া যায়, কিন্তু সর্বহারার নেতৃত্ব করা যায় না।

(রিপোর্টার ঢুকল)

রিপোর্টার : নমস্কার স্যার, আপনার রোজকার স্টেট্‌মেণ্টটা নিতে এলাম।

রাজনীতিক : আপনাদের কাগজে আমি আর স্টেট্‌মেন্ট দেব না।

রিপোর্টার : (আগ্রহে) কেন স্যার ?

রাজনীতিক : প্রথমতঃ আপনাদের কাগজ পরশুদিন আমার বিরুদ্ধে লিখেছে।

রিপোর্টার : লিখবেই। তিনদিন ভালো লিখলেই একদিন খারাপ লিখতে হবে। দু দিকেই ব্যালান্স করে চলতে হয় তো ! তা স্যার, গ্রেট্ হোটেলে একটা প্রেস কনফারেন্সের নাম করে একটা পার্টি দিয়ে দিন। দেখবেন স্যার ! প্রোপোরসনটা বেড়ে গিয়ে ফাইভ ইজ্ টু ওয়ান হয়ে যাবে। তবে ওর বেশি বাড়াতে বলবেন না।

রাজনীতিক : তাছাড়া আপনাদের কাগজের কোয়ালিটি এত খারাপ যে ছবি একদমই ভালো ওঠে না। ষ্টেট্‌মেণ্টের পাশে যদি ছবিটাই ঠিক না উঠলো তাহলে ষ্টেট্‌মেণ্ট দেবার কোন মানেই নেই।

রিপোর্টার : কাগজের কোয়ালিটি আমরা আরও খারাপ করে দিয়েছি স্যার। দেখবেন, এইবার প্রত্যেকটি ছবি কার্টুন

ছবি হয়ে বেরিয়ে আসবে। তাহলে স্যার আপনার ষ্টেট্মেণ্টটা—

রাজনীতিক : সাধারণতঃ আমি যে দশটা উপদেশ দিয়ে থাকি তার তিন, পাঁচ, সাত নম্বর উপদেশ বেশ করে একটা স্টেট্-মেণ্ট তৈরী করে বার করে দিন।

রিপোর্টার : আচ্ছা স্যার।

[রিপোর্টার প্রস্থান করল। একটু পরে দুজন তর্কাতর্কি করতে প্রবেশ করল]

১ম : আমি বলছি আমরা স্বাধীন হয়েছি।

২য় : কক্ষনো না, আমরা পরাধীন।

১ম : কক্ষনো না, আমরা স্বাধীন। খবরের কাগজ পড়লেই বুঝতে পারবেন।

২য় : ওটা ডেনো কাগজের মত। বামী কাগজ পড়লেই আপনি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে আমরা এখনও স্বাধীন হইনি।

১ম : আলবাৎ হয়েছি, পৃথিবীর সবাই বলছে যে আমরা স্বাধীন আর আপনারা না বললেই হবে।

২য় : কিন্তু এ স্বাধীনতাকে আমরা মানি না।

১ম : মানতেই হবে।

২য় : মানবো না।

রাজনীতিক : কি ব্যাপার! এটা আমার বাড়ী, কুস্তির আখড়া নয়।

১ম : এই দেখুন না স্যার ইনি বলছেন যে আমরা নাকি স্বাধীন হইনি।

২য় : এই দেখুন না স্যার বুর্জোয়া শ্রেণীর পদানত থেকেও ইনি বলছেন যে আমরা স্বাধীন।

রাজনীতিক : (২য়কে) আপনার পরিচয়!

২য় : ওটা আমার কথাবার্তা শুনেই বোঝা উচিত ছিল। আমি লালবাদী।

রাজনীতিক : আপনি বেকার?

২য় : নিশ্চয়ই! এবং যতদিন বেকার থাকব ততদিন লালবাদ প্রচার করব।

রাজনীতিক : (১মের প্রতি) আপনি?

১ম : সেটা আমার টুপি দেখেই বোঝা উচিত ছিল। আমি শ্বেতবাদী।

রাজনীতিক : আপনার কটা ব্যবসা!

১ম : চারটে।

২য় : ক্যাপিট্যালিষ্ট! ক্যাপিট্যালিষ্ট মাত্রই শ্বেতবাদী।

১ম : সুবিধেবাদী! সুবিধেবাদী মাত্রই লালবাদী।

২য় : এই সব ক্যাপিট্যালিষ্টদের বিরুদ্ধেই আমাদের শ্রেণী সংগ্রাম।

১ম : এই সব লালবাদীদের বিরুদ্ধেই আমাদের অহিংস সংগ্রাম।

২য় ঃ বেশ দেখা যাবে এ সংগ্রামে কারা জেতে।

[প্রস্থান করল]

১ম ঃ হাঁ, আমরাও দেখে নেব এ সংগ্রামে কারা জেতে।

রাজনীতিক ঃ আপনি কোন পার্টির ?

২য় ঃ কি আশ্চর্য, আমি কোন পার্টির তা আমার কথাবার্তা শুনেও বুঝতে পারছেন না। আমাদের পার্টিই তো বামপন্থীদের একমাত্র মুখপাত্র…

[৩য় ব্যক্তির প্রবেশ]

৩য় ঃ কক্ষনো না। আমাদের পার্টি।

২য় ঃ কক্ষনো না। আমাদের পার্টি।

[উভয়ে মারামারি করার উপক্রম করতে থাকে]

নাট্যকার ঃ আপনারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করবেন, না কাজ করবেন।

২য় ঃ মারামারি করাটাই আমাদের পার্টির লক্ষ্য। কারণ আমাদের পার্টি রক্তাক্ত বিপ্লবে বিশ্বাস করে।

৩য় ঃ ঐ জন্যেই তো আপনাদের পার্টির সঙ্গে আমাদের মেলে না। আমাদের পার্টি রক্তাক্তহীন অন্তর্বিপ্লবে বিশ্বাসী।

২য় ঃ দেশের এই ছুর্দিনকে জয় করতে হলে চাই রক্ত।

৩য় ঃ কক্ষনো না। আমরা নির্বাচনের ভেতর দিয়ে দেশের এই ছুর্দিনকে জয় করব।

২য় ঃ অসম্ভব।

৩য় ঃ নিশ্চয়ই সম্ভব।

২য় ঃ অসম্ভব।

৩য় ঃ নিশ্চয়ই সম্ভব।

[এমন সময় ১ম ব্যক্তির রাগতঃ ভাবে প্রবেশ]

রাজনীতিক ঃ কি ব্যাপার ?

১ম ঃ দেখুন তো এটা অন্যায় নয়।

রাজনীতিক ঃ নিশ্চয়ই অন্যায় কিন্তু কি অন্যায়!

১ম ঃ দেখুন না, দেব দেব বলেও আমাকে কন্‌ট্র্যাক্টটা দিলে না। আর কাকে দিলে জানেন ? যে কেবল ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পারে অথচ ব্ল্যাক মার্কেটিংএর কিচ্ছু জানে না।

২য় ঃ তা এখন আর একটি পার্টি করবেন না আমাদের পার্টিতে যোগ দেবেন।

১ম ঃ না মশাই, আর পার্টি-ফার্টি না। দেশের লোকেরা আর পার্টিতে বিশ্বাস করে না। এবারে ভাবছি ইনডিপেন্ডেন্ট থাকব।

২য় ঃ ইনডিপেন্ডেন্টদের দেশের লোক আর সাপোর্ট করবে না।

৩য় ঃ তারা দুদিন বাদে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়বে তাই।

১ম ঃ ইনডিপেন্ডেন্টদের দেশের লোক সাপোর্ট করবে না মানে, আলবৎ করবে। (নাট্যকারকে) কি মশাই আপনি তো পাবলিক, আপনিই বলুন তো ইনডিপেন্ডেন্টদের দেশের লোক সাপোর্ট করবে না!

নাট্যকার : আজ্ঞে, আমি ঠিক…

৩য় : কক্ষনো না। উনি আমাদের পার্টিকে সমর্থন করবেন।

২য় : কক্ষনো না। উনি আমাদের পার্টিকে সাপোর্ট করবেন।

১ম : কক্ষনো না। আমাকে—

[নাট্যকারকে নিয়ে তিনজনে টানাটানি করতে লাগল]

নাট্যকার : দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। মানে, আমার কথাটা আপনারা শুনুন। আপনারা সকলেই বলছেন আমাকে সাপোর্ট করুন। কিন্তু আপনারা এতগুলো লোক, আর আমি একা, কাকে সাপোর্ট করি বলুন তো? যদি একটা পার্টি হতো…

রাজনীতিক : একটা পার্টি! অসম্ভব।

নাট্যকার : কেন অসম্ভব!

রাজনীতিক : অতি সহজ কারণে। কারণ আমরা সব জিনিসকেই তর্ক দিয়ে বিচার করি, যুক্তি দিয়ে বুঝি আর বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করি। এ বিষয়ে আমাদের একটা ঐতিহাসিক বিশিষ্টতা আছে।

২য় : এবং সেই বিশিষ্টতার জন্যে আমরা সুবিধে পেলেই একটা পার্টি করি।

৩য় : যতদিন না মাথা পিছু একটা করে পার্টি হয় ততদিন পার্টি সে করে যাবে।

নাট্যকার : তাহলে আপনারা পার্টিই করুন, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।

১ম। অসম্ভব, আপনাকে বলে যেতেই হবে আপনি কাকে সাপোর্ট করেন।

নাট্যকার ঃ কাউকে নয়।

৩য় ঃ কাউকে নয় মানে! জানেন অবাধ নির্বাচন! শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন এ দেশের সকলকার ভোট দেবার অধিকার আছে!

নাট্যকার ঃ আজ্ঞে, আমি এই পৃথিবীতেই থাকি না।

২য় ঃ আপনি যদি পাগল না হতেন, তাহলে আমাদের পার্টিকে সমর্থন করতেন।

৩য় ঃ কক্ষনো না। আমাদের—

২য় ঃ কক্ষনো না। আমাদের—

১ম ঃ কক্ষনো না। আমাদের—

[সকলে ঝগড়া করতে করতে প্রস্থান করল।]

নাট্যকার ঃ (অসহায় ভাবে) আমাকে ছেড়ে দিন।

রাজনীতিক ঃ ছেড়ে দিতে পারি। তবে একটি টাকার তোড়া দিয়ে যান।

নাট্যকার ঃ টাকা কেন ?

রাজনীতিক ঃ অতি সহজ কারণে। কারণ রাজনীতিকরা প্রতি দশ মিনিট বক্তৃতা দেবার জন্যে একটি টাকার তোড়া পান। অবশ্য বাইরে বলা হয় এ টাকা দেশের কাজের জন্য দেওয়া

হলো। আসলে টাকাগুলো রাজনীতিকরা নিজেদের ব্যাঙ্কে জমা দেন।

নাট্যকার ঃ কিন্তু আমার কাছে তো একটি পয়সাও নেই।

রাজনীতিক ঃ ওঃ, তাহলে এক্ষুনি সরে পড়ুন।

[নাট্যকার তাড়াতাড়ি প্রস্থান করল,
পট নেমে এল]

পঞ্চম দৃশ্য

[১০নং বাড়ীর অন্য ঘর। এ ঘরে বসে আছেন শ্রীধনুষ্টঙ্কার ধার্মিক। বয়স ৪০।৫০। কথাবার্তা খুব মিষ্টি। কিন্তু ধূর্ততা মুখে চোখে। নাট্যকার সামনে দাঁড়িয়ে। ঘরে কয়েকটি ঠাকুরের ছবি].

ব্যবসায়ী : কি বললেন, আপনি নাট্যকার? নাট্যকার মানে তো ঠিক বুঝলাম না! ব্যবসাদার কিনা! লেখাপড়া বিশেষ জানতে নেই। মানেটা—

নাট্যকার : এই নাট্যকার মানে যিনি নাটক লেখেন…

ব্যবসায়ী : ওঃ। তা কত লাভ হয় মাসে? বছরে কত ট্যাক্স ফাঁকি দেন? দেখুন আমরা হলাম ব্যবসাদার মানুষ, ফাঁক পেলেই ফাঁকি দিয়ে লাভ করাই আমাদের কাজ।

নাট্যকার : আজ্ঞে এক পয়সাও লাভ নেই।

ব্যবসায়ী : (আশ্চর্যের সুরে) বলেন কি মশাই! তাহলে নাটক লেখা ছেড়ে দিন। তেঁতুল বিচি বিক্রী করুন মূলধন কম লাগবে অথচ যথেষ্ট লাভ।

নাট্যকার : দেখুন আমি ব্যবসা করতে আসি নি। এসেছি ভঙ্গ দেশ দেখতে।

ব্যবসায়ী : (আশ্চর্যের সুরে) তাহলে আমার কাছে কেন? টাইগার্স রেঞ্জে যান, ছোটবাজারে যান। ভঙ্গদেশের ভাগ্য ঐখানেই কেনা-বেচা হচ্ছে।

নাট্যকার : না মানে, আমি এ দেশের ব্যবসায়ীদের দেখে একটা নাটক লিখব।

ব্যবসায়ী : তাহলে তো মশাই আপনার এক পাতাও লেখা হবে না। কারণ এ দেশের লোকেরা ব্যবসা করে না, চাকরী করে। (হঠাৎ বাইরের দিকে চেয়ে) ওহে নিবারণ শোন, শোন…

[নিবারণ ঢুকল]

ব্যবসায়ী : বলি কি শুনছি হে…তুমি নাকি কাঁকরের কারবার প্রায় ছেড়ে দিলে!

নিবারণ : আজ্ঞে হাঁ স্যার।

ব্যবসায়ী : বেশ করেছো। বুঝলে না আজকাল কাঁকরের সাইজটা বড্ড বড় হয়ে যাচ্ছিল। লোকের ভাত খেতে বড় কষ্ট হচ্ছিল। তা লোকের সুবিধে অসুবিধে এগুলোও তো আমাদের দেখতে হবে। বলি ব্যবসা করতে বসেছি বলে তো আর ধর্মটা খোয়াতে পারি না।

নাট্যকার : (নিবারণকে) আপনি বুঝি কাঁকরের ব্যবসা করেন।

নিবারণ : আজ্ঞে হাঁ। আগে ওটাই আমার মেন বিজনেস ছিল। ঝরিয়ার কালো কাঁকর দশটাকা, বাঁকুড়ার লাল

কাঁকর বারো টাকা, এক্স গোডাউন প্রাইস ছিল। এখন অবশ্য…

নাট্যকার : কিন্তু চালের সঙ্গে কাঁকরের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে তা তো বুঝতে পারছি না।

নিবারণ : বুঝতে পারছেন না? বিয়ে করেছেন?

নাট্যকার : এক কালে হয়তো করেছিলাম। এখন মনে নেই।

নিবারণ : তাহলে হয়তো বুঝতে পারেন আবার নাও বুঝতে পারেন। চালের সঙ্গে কাঁকরের সম্পর্ক—ঠিক স্বামী-স্ত্রী। একে অপরকে ছেড়ে থাকতে নারাজ। এখন অবশ্য ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। তাই কাঁকরও চাল ছাড়তে সুরু করেছে।

ব্যবসায়ী : তা নিবারণ কাঁকরের মার্কেট কেমন এখন যাচ্ছে!

নিবারণ : বড্ড খারাপ স্যার। দশ হাজার ওয়াগন কাঁকর সাপ্লাই করতাম, এখন তিন হাজারে এসে ঠেকেছে।

ব্যবসায়ী : ক' পারসেণ্ট!

নিবারণ : খুবই সামান্য স্যার। মাত্র ত্রিশ ভাগ কাঁকর আর বাকিটা—

ব্যবসায়ী : ত্রিশভাগ! ইস্ আমি তো পঁচিশ পারসেণ্ট দিচ্ছি।

নাট্যকার : এটা আপনাদের অত্যন্ত অন্যায়।

নিবারণ : কি অন্যায়! চালে কাঁকর মেশানো! …হেঁ হেঁ… খাঁটি দুধে একটু জল মেশাতেই হয়। তা স্যার সোপ-ষ্টোনটা কবে নাগাদ দরকার।…

ব্যবসায়ী : হাঁ ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ হে। দেখ নিবারণ, ময়দায় বাপু আর সোপষ্টোন দেওয়া চলে না। লোকে বলছে ওতে নাকি ময়দা বড় শক্ত হয়ে যায়। লোকের খেতে বড় কষ্ট হয়। তা লোকের সুবিধে অসুবিধে, এগুলোও তো দেখতে হবে। বলি ব্যবসা করতে নেমেছি বলে তো আর ধর্মটা খোয়াতে পারি না। তারা…তারা…

নিবারণ : আজ্ঞে হাঁ, তাতো বটেই।

ব্যবসায়ী : তাই ভাবছি ময়দায় এবার তেঁতুল বিচি গুঁড়ো করে দেব।

নাট্যকার : (লাফিয়ে উঠে) আপনারা ময়দায় তেঁতুল বিচি গুঁড়ো করে দেবেন। লোকে ঐ খেয়ে মারা পড়বে যে!

ব্যবসায়ী : আহা লোকে ত মরবেই। দুটো দিন আগে আর পরে এই যা—

নাট্যকার : তাই বলে—

ব্যবসায়ী : বসুন—বসুন, কাজের কথা হচ্ছে, বিরক্ত করবেন না। হাঁ দেখ নিবারণ তোমার নামে বাপু ভীষণ কতকগুলো অভিযোগ আসছে। তোমার ঐ যে ওষুধের কারবার আছে না—

নিবারণ : আজ্ঞে হাঁ। বুঝলেন স্যার, এবারে তিন তিনটে নামকরা কম্পানীর ওষুধ এই শর্মা বাজারে ছাড়ছে। শিশিতে বলুন, লেবেলে বলুন, প্যাকিংএ বলুন, কোন শর্মা ধরে যে আসল না নকল—

ব্যবসায়ী : তা বেশ বেশ, তবে শুনলুম কিনা যে তুমি ইনজেক্সনের শিশিতে একেবারে পুকুরের পচা জল ভরে দিচ্ছ ?

নিবারণ : কি করবো স্যার, হাতের ডাক্তারগুলো বলছেন যে ওষুধ আরও সস্তায় দিতে হবে। তাঁরা রুগীও মারবেন অথচ লাভ কম করবেন এতো হতে পারে না, তাই—

ব্যবসায়ী। তা বেশ তো, তাই বলে একেবারে পচা জল দিতে হবে !

নিবারণ : জল তো আর পচিয়ে দি না স্যার, পচা জল কল থেকেই পাই। তাই—

ব্যবসায়ী : আহা, তাহলে জল একটু গরম করে দিলেই পারো ! বলি রুগী যখন সে ত মরবেই। তা বলে মরবার সময় যাতে একটু কষ্টটা কম হয় সেদিকে তো আমাদের দেখতে হবে। এ্যাঁ, বলি ব্যবসা করতে নেমেছি বলে তো আর ধর্মটা খোয়াতে পারি না—তারা, তারা—তা তোমার মাদুলীর ব্যবসা কেমন চলছে হে !

নিবারণ : আজ্ঞে স্বপ্নে পাওয়া মাদুলীর ব্যবসা এ দেশে চলবে না, কি যে বলেন ?

ব্যবসায়ী : তা লাভ কেমন ?

নিবারণ : তা মন্দ কি স্যার। মাদুলী পিছু বিজ্ঞাপন নিয়ে খরচ দশ নয়া পয়সা, আর বিক্রী করি দশ টাকায়—

ব্যবসায়ী : বেশ—বেশ।

নিবারণ ঃ এ শুধু স্যার আপনার দয়া—

ব্যবসায়ী ঃ না, না আমি কে! সবই ওঁর দয়ায়। ওঁর ওপর ভরসা রেখো। চুরিই করো আর যচ্চ,রিই করো, ধর্মে মতি রেখো—সময় সুযোগ পেলেই তাঁকে ডেকো। তারা—তারা—

নিবারণ ঃ তাঁকে তো রাতদিনই ডাকছি। কত করে বলছি, মা যুদ্ধটা লাগিয়ে দাও, কিন্তু লাগাতে লাগাতেও লাগাচ্ছেন না।

ব্যবসায়ী ঃ লাগাবেন, লাগাবেন, নিশ্চয়ই লাগাবেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা মা নিশ্চয়ই পূরণ করবেন।

নিবারণ ঃ তবে দিনকাল বড় খারাপ যাচ্ছে স্যার, লোকে আর মাকে তেমন বিশ্বাস করে না।

ব্যবসায়ী ঃ আহা লোকে না করুক। তুমি করো। মা'র দয়াতেই সব সম্ভব হচ্ছে। নইলে চোরাকারবারের এমন সুযোগ ব্যবসাদারেরা কখনো পেয়েছে! বলি ভেজালের জাল যত পারো ছড়াও—আর লুটে নাও—তারা—তারা —। তুমি আছ বলেই আমি আছি। হাঁ, এই পাঁচ টাকা নিয়ে যাও…লক্ষ্মীঘাটে গিয়ে আমার নামে প্রণামী দিয়ে এসো। (নিবারণ প্রস্থানোদ্যত হতে) আর দেখো, চিঁড়িয়াতলায় আমার যে মন্দিরটা আছে না, দেখো ত কতো টাকা প্রণামী জমা হ'ল, একটু গুণে গেঁথে নিয়ে

এস···হাঁ, আর একটা কাজ করো বুঝলে হে···বাসতলায় যে বটগাছটা আছে না তার তলার মাটিটা একটু খুঁড়ে একটা পাথর বসিয়ে দিয়ো···

নিবারণ : মন্দির করবেন বুঝি স্যার !

ব্যবসায়ী : হ্যাঁ, ভাবছি আমার সাত নম্বর মন্দিরটা ঐখানেই বসাব—বুঝলে না, বুড়ো বয়সে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ঐ মন্দিরের ব্যবসা নিয়েই থাকব। তারা—তারা—হ্যাঁ দেখো, একটু সদাশিবকে ডেকে দিয়ে যেও।

[নিবারণ প্রস্থান করল]

নাট্যকার : মন্দির নিয়ে আপনারা ব্যবসা করেন ছিঃ ছিঃ···

ব্যবসায়ী : ছিঃ ছিঃ-ই করুন আর যাই করুন, বিনা মূলধনে অমন ব্যবসা আর হয় না। শুধু একটা পাথর জোগাড় করতে যা খরচ, আর একটিবার স্বপ্ন পাওয়া....ব্যস তাহলেই হয়ে গেল···তারা···কালি....তুমিই সব···তুমিই করাচ্ছো....আমি করছি....আমি কে···

নাট্যকার : তার ওপরে আপনারা এইভাবে খাদ্যে ভেজাল মেশাচ্ছেন ! লোকে মারা পড়বে যে !

ব্যবসায়ী : দেখুন, পৃথিবীটা কার বশ বলুন ! পৃথিবী টাকার বশ। দুটো পয়সা কামাতে গেলে দুটো লোক মারতেই হবে···কিন্তু টাকা থাকলে ঐ যারা বেঁচে থাকবে, তারা আপনাকে মাথায় তুলে নাচবে। টাকার খেল, বুঝলেন তো,

যাদের যত মারবেন তারাই তত বলবে···আপনার দয়ায় বেঁচে আছি। হেঁ হেঁ....মা কালী টাকার সাইজ গোল হবে জেনেই পৃথিবীটাকে গোল করেছেন···মা, কালী, তুমিই সব···

[সদাশিবের প্রবেশ]

সদাশিব ঃ আমাকে ডেকেছেন স্যার ?

ব্যবসায়ী ঃ (কৃত্রিম রোষে) নাঃ, তোমার সঙ্গে দেখছি আর ব্যবসা করা চললো না। বলি, আমার শেয়ালকাঁটা এসে এখনও হাজির হলো না কেন ?

নাট্যকার ঃ শেয়ালকাঁটা ! শেয়ালকাঁটা লোকে কেনে কেন ?

ব্যবসায়ী ঃ আঃ মশাই, আপনি থামুন তো ! চালে কাঁকর মেশাই কেন ? শেয়ালকাঁটা কিনি কেন ? ময়দায় তেঁতুল বিচি গুঁড়ো করে দিই কেন ? অত খোঁজে আপনার কি দরকার ! ভঙ্গদেশ দেখতে এসেছেন। দেখে চলে যান। (স্বাভাবিক সুরে) হ্যাঁ, তা দেখ, তোমার শেয়াল-কাঁটাগুলো সুবিধের হচ্ছে না। এক সের থেকে একপো রসও বেরোয় না !

সদাশিব ঃ কেন স্যার, আমাদের শেয়ালকাঁটা তো খুব ভালো। ঐ তো মুলচাঁদ, ধরমচাঁদ, কিষণচাঁদ এণ্ড কোংকে তিন তিন ওয়াগণ সাপ্লাই করলাম। তাঁরা তো বলছেন আমাদের শেয়ালকাঁটা নাকি সেরে আধ সের দিচ্ছে।

ব্যবসায়ী ঃ না বাপু, ঐ তো ন' কড়ি বলছিল যে সে নাকি এমন শেয়ালকাঁটার রস সাপ্লাই করতে পারে, যার সঙ্গে খাঁটি সরষের তেল মেশাতেই হবে না। অথচ বাজারে সরষের তেল বলে চলে যাবে।

সদাশিব ঃ আচ্ছা স্যার, এবার থেকে আরও ভালো জিনিস দেব। (আনন্দিত সুরে) স্যার, এবার এই শর্মা এমন গাওয়া ঘি এসেন্স বার করেছে যে এক টিন বনস্পতির সঙ্গে খালি এক ফোঁটা ছিটিয়ে দেবেন, ব্যস, একেবারে খাঁটি গাওয়া ঘি বনে যাবে!

ব্যবসায়ী ঃ (অতি উৎসাহে) তাই নাকি! তাহলে হাজার দুয়েক বোতল আমার জাল ঘিয়ের কারখানায় পাঠিয়ে দিও।

সদাশিব ঃ তবে স্যার এ কারবার বেশিদিন চলবে না।

ব্যবসায়ী ঃ (আগ্রহের সঙ্গে) কেন?

সদাশিব ঃ ঘি খাওয়া লোকে ভুলে যাচ্ছে স্যার। দেখবেন, আমাদের ছেলে-পিলেদের বইতে লেখা থাকবে পূর্বেকার যুগের মানুষেরা ঘৃত নামক এক পদার্থ ভক্ষণ করিত।'

ব্যবসায়ী ঃ (হাসতে হাসতে) বাঃ বেশ বলেছ হে! তবে তার জন্যে ভেবো না, আমাদের ছেলে-মেয়েরা বনস্পতিতেই ভেজাল দিতে শিখবে। দুঃখু রয়ে গেল সদাশিব, বনস্পতিতে ভেজাল দিতে পারলাম না। তারা…কালী…তোমার

ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তা, হ্যাঁ হে, বাজারের নতুন কি খবর আছে ?

সদাশিব ঃ কেন স্যার, এবারের ভেজাল-তত্বের সংখ্যাটা আপনি পড়েন নি ?

ব্যবসায়ী ঃ না তো ! নতুন কিছু আছে নাকি ?

সদাশিব ঃ অনেক কিছু আছে স্যার, আমি বরঞ্চ সংখ্যাটা পাঠিয়ে দেব।

ব্যবসায়ী ঃ আহা, শুনিই না একটু !

সদাশিব ঃ এই মরিচে ইঁদুর নাদি, চায়ে চামড়ার গুঁড়ো, সাবুতে ধুঁতরো বিচি···আরও অনেক কিছু···

ব্যবসায়ী ঃ তাহলে তুমি গিয়েই সংখ্যাটা পাঠিয়ে দিয়ো, কেমন ?

সদাশিব ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

(প্রস্থান করল)

ব্যবসায়ী ঃ মা, একি শোনালি মা !

[সদাশিব ঢুকল]

সদাশিব ঃ একজন প্যাণ্ট-কোর্ট পরা।

ব্যবসায়ী ঃ তাই নাকি !

{ জনৈক কোর্ট-প্যাণ্ট পরা ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন হাতে ফাইল নিয়ে }

ইনস্‌পেক্‌টার ঃ আমি ভেজাল নিবারণী দপ্তর থেকে আসছি

ব্যবসায়ী : (তাড়াতাড়ি) কি সৌভাগ্য, আপনি !

ইনস্‌পেক্‌টার : দেখুন, আপনার বিরুদ্ধে কতকগুলো সিরিয়াস রিপোর্ট গেছে। আপনি অত্যন্ত ভেজাল চালাচ্ছেন। তাই আপনার গো-ডাউন ইনস্‌পেক্‌সন করবার অর্ডার এসেছে।

ব্যবসায়ী : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ইনস্‌পেকসান করবেন বৈকি ! খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। একটু বসুন ! চা জল খাবারের ব্যবস্থা করি। (ইনস্‌পেক্‌টার আপত্তি করতে) না, না, আপনার কোন আপত্তি আমি শুনছি না। ওহে সদাশিব, সিগারেট দাও না। (সদাশিব তাড়াতাড়ি সিগ্রেট দিল) এক গ্লাস সরবৎ আনি ! আর পুডিং ছুটো ! (ইনস্‌পেক্‌টার আবার আপত্তি করলো) আহা, তাতে কি হয়েছে ? এতখানি কষ্ট করে এলেন ! ওহে সদাশিব দাঁড়িয়ে দেখছ কি ! যাও নিয়ে এস ! গোটা আষ্টেক ডিম সন্দেশ, আর ফুল কপির সিঙ্গাড়া, যাও !....হাঁ যাও। (সদাশিব চলে গেলে ব্যবসায়ী নিজেই ইনস্‌পেক্‌টারকে হাওয়া করতে লাগল) আচ্ছা এইবার বলুন তো আপনি কি—

ইনস্‌পেক্‌টার : দেখুন আপনার এগেনষ্টে চার্জ গেছে যে....

ব্যবসায়ী : দেখুন কি গেছে আর বলতে হবে না। কিন্তু স্যার আপনারাও যদি ঐ কথা বলেন তাহলে যাই কোথায় ? বলতে গেলে আপনারা পেছনে আছেন বলেই তো আমরা ভরসা পাই।

ইনস্‌পেক্‌টার ঃ কিন্তু আমরা কি করি বলুন ? পাবলিক যে বড্ড চাপ দিচ্ছে।

ব্যবসায়ী ঃ এটা স্যার আপনার কি রকম কথা হলো ? আপনারা তো আর পাবলিক সারভেন্ট নন। পাবলিকই তো আপনাদের সারভেন্ট।

ইনস্‌পেক্‌টার ঃ তাহলেও তাদের দিকটাও তো একটু দেখতে হবে।

ব্যবসায়ী ঃ নিশ্চয়ই দেখতে হবে। কিন্তু আমাদের রেখে দেখুন।

ইনস্‌পেক্‌টার ঃ (একটু ইতঃস্তত: করে) আমাদের রাখলে আপনাদের রাখবো বৈকি ?

ব্যবসায়ী ঃ রাখবো বৈকি, নিশ্চয়ই রাখব। আপনাদের রাখব না, কি যে বলেন ? প্রতি মাসে একহাজার টাকা আপনার অফিসের জন্যে রাখা থাকে।

ইনস্‌পেক্‌টার। সেটা ওপরতলাতেই শেষ হয়ে যায়। একতলা পর্যন্ত আর পৌঁছয় না।

ব্যবসায়ী ঃ এই কথা। (নোট বার করে) এই নিন।

(ইনস্‌পেক্‌টার টাকা নিয়ে পকেটে রাখল)

ব্যবসায়ী ঃ তাহলে লিখে দেবেন ইনস্‌পেক্‌সন করে কিছু পাওয়া যায় নি।

ইনস্‌পেক্‌টার ঃ সে জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না।

ব্যবসায়ী ঃ আর একটা কথা, আমার মিলের যে মোটা

ধুতিটা বেরোচ্ছে সেটায় পাতলা কাপড়ের ছাপ মেরে দিতে হবে।

ইনস্‌পেক্‌টার ঃ আচ্ছা চেষ্টা করবোখন।

ব্যবসায়ী ঃ ওতেই হবে। আপনারা চেষ্টা করলে কি না হয়। তা বলছিলাম কি লিখে দেবেন ইনস্‌পেকসান করে কিছু পাওয়া যায় নি।

নাট্যকার ঃ (উত্তেজিত স্বরে) আপনি ইনস্‌পেক্‌সান না করেই লিখে দেবেন যে কিছু পাওয়া যায় নি।

ইনস্‌পেক্‌টার ঃ (বিরক্তির স্বরে) কে এই ভদ্রলোক !

ব্যবসায়ী ঃ পাগল।

ইনস্‌পেক্‌টার ঃ ওঃ।

নাট্যকার ঃ (আরও উত্তেজিত হয়ে) আমি পাগল ! না আপনারা পাগল। আপনারা বিশ্বাসঘাতক ! আপনাদের না আবার দেশের লোক বিশ্বাস করে।

ব্যবসায়ী ঃ (মৃদু হেসে), শুনুন স্যার কথা, মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করে। পাগলের মতো কথা কিনা !

ইনস্‌পেক্‌টার ঃ এ রকম লোককে ঘরে রাখবেন না। বিপদে পড়ে যাবেন।

ব্যবসায়ী ঃ আর বলবেন না স্যার, কোত্থেকে যে এসে জুড়ে বসেছে, কে জানে ! চলুন স্যার, একটা ট্যাক্সি ডেকে দি' আপনার জন্যে।

ইনস্‌পেক্‌টার : ট্যাক্সিটা আমি নিজেই ডেকে নেবখন।
ব্যবসায়ী : তাহলে ভাড়াটা রেখে দিন।

[ব্যবসায়ী দশটাকার নোট দিল। ইনস্‌পেক্‌টার চলে গেল]

নাট্যকার : (অত্যন্ত চীৎকার করে) আপনারা বিশ্বাসঘাতক। আপনারা…

[চেঁচামেচিতে বাড়ীওয়ালা, রাজনীতিক, সম্পাদক, ডাইরেক্‌টার সকলে ছুটে এল]

বাড়ীওয়ালা : কি ব্যাপার! অত চেঁচামেচি কিসের? আমার হিসেবের অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে।
রাজনীতিক : আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না বলেই অত্যন্ত অসুবিধে বোধ করছি।
ডাইরেক্‌টার : আমার এত অসুবিধে হচ্ছে যে বুঝতে পারছি না কি অসুবিধা হচ্ছে।
ব্যবসায়ী : ব্যাপার তেমন কিছু না। এই ভদ্রলোক পাগল হয়ে গেছেন।
নাট্যকার : না, আমি মানে…

[নাট্যকার এবার ঝিমিয়ে পড়তে থাকে]

বাড়ীওয়ালা : ঠিক কথা। একটু আগে এই ভদ্রলোক আমার ঘরে গিয়ে রীতিমত পাগলামি করছিলেন।

ব্যবসায়ী ঃ একে তাহলে পাগলা গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা করা যাক।

বাড়ীওয়ালা ঃ যাওয়ার খরচ আমি কিন্তু এক পয়সাও দিতে পারব না। বরং এক ঘণ্টার ওপর আমার বাড়ীতে আছেন, তু টাকা সিট্‌রেণ্ট পাওনা হয়ে গেছে।

রাজনীতিক। কিংবা একে রাজধানীতেও পাঠাতে পারেন কারণ ট্রান্সফার-অফ-পাওয়ার হবার পর থেকে পাগলাগুলো সব ঐখানেই ট্রান্সফার হয়ে গেছে।

সম্পাদক ঃ কিংবা শঙ্কর সাহেবের কাছেও পাঠাতে পারেন। তাদের কার্টুন আঁকার সুবিধে হতে পারে।

নাট্যকার ঃ (মূর্ছাবস্থায়) আমি পাগল—আর আপনারা—

সকলে ঃ হাঁ, আপনি পাগল—

[সকলে তার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসতে লাগল। নাট্যকার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। মঞ্চের আলো নিভে গেল। একটু পরে মঞ্চের আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল অনিমেষ (নাটকের নাট্যকার) ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভুল বকছে। অনিমেষের কয়েকজন বন্ধু ঢুকল। নতুন মুখ অথবা অন্যান্য অভিনেতারা সাধারণ পোষাকে ঢুকতে পারেন।]

১ম ঃ কি ব্যাপার অনাটা অমন করছে কেন ?

অনিমেষ ঃ (তেমনিভাবে) আমি পাগল ! না তোমরা পাগল।

২য় : (অনিমেষের গা ঠেলে) অনা ! এই অনা !

অনিমেষ : এ্যাঁঃ ! তোরা !

৩য়। আজ্ঞে হাঁ, আমরা। তা অমন পাগল বলে চীৎকার করছিলি কেন ?

অনিমেষ : কেন আবার ! একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম।

১ম : কি স্বপ্ন রে !

অনিমেষ : স্বপ্ন হলেও সব সত্যি বলে মনে হবে। শুনবি ?

২য় : বল্ না, তবু তো সময়টা কাটানো যাবে।

অনিমেষ : তাহলে সবাই বোস, বলছি।

(সকলে গোল হয়ে বসল।)

অনিমেষ : বাড়ীটা হলো দশ নম্বর…

[পট নেমেএল]

[illegible] West Bengal [illegible] B. C. Road